



Live Programmes



Pravachans



Mythological Serials



Religious Movies

🕉 भूर्भुव: स्व: तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि

A PERFECT DIET, FOR YOUR SPIRITUAL APPETITE!

The country's first Religious Entertainment Channel has arrived JAGRAN, a 24 hour, digital free to air channel was launched by Zee Telefilms Limited on 14th January'04. With its unique packaging and content, JAGRAN aims to target a wider audience base, away from the legendary audience for a typical religious channel.

Along with the "vani" (voice) of the Guru's and Mahatama's, the channel offers Religious movies, Mythological serials, Interactive astro solutions, Special programming on Spiritualism and Organic living, Yoga and meditation, Live telecasts of special religious events.

With such variety and style, you are sure to find the perfect diet for your consumers spiritual appetite!

For more details contact us at : 0-9811681062 or e-mail: info@jagran.esselgroup.com

भूभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेणयं भूगों देवस्य धीमहि धियोयोनः प्रचोदयात













Alternate Lifestyle Programmes

Daily Arti

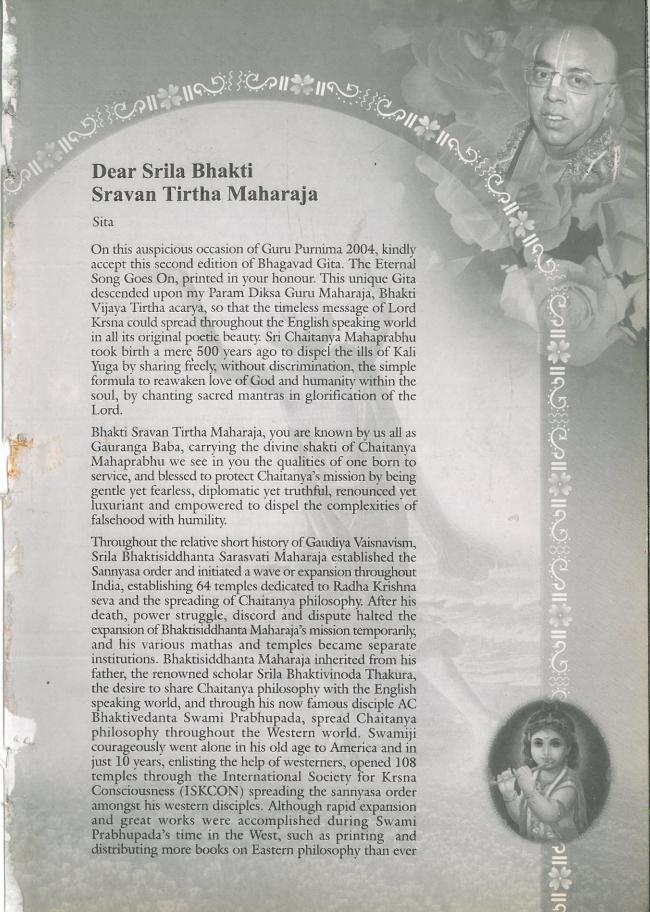
Thematic Week Days

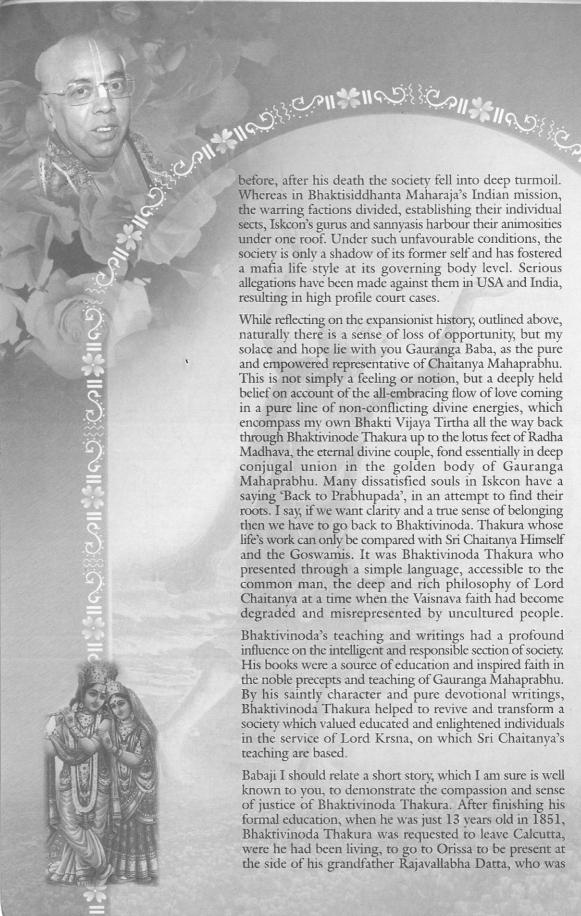
धियायानाः प्रचादयात जण् भूभुवः स्वः तत्सावतुवरण्य भगा दवस्य ध



India's First Religious Entertainment Channel







about to pass away. Rajavallabha Datta had retired to Orissa to spend his last days as an ascetic. His last request to his grandson was that he visit all of the major temples and asramas in the state of Orissa. Bhaktivinoda followed this request and afterwards entered educational service and introduced English education in Orissa for the first time. One of his first books appeared during this time, which was based on his observations while touring the temples and Asramas of Orissa. In that book he writes about an Asrama located on his ancestor's property from which I quote: "I have a small village, Chotimangalpur, in the country of Orissa, of which I am the proprietor. In that

village is a religious house which was granted by my predecessors to the holy men as a holding of rent-free land. The head of the institution entirely gave up entertaining such men as chanced to seek shelter on a rainy night. This came to my notice, and I administered a severe threat that his lands would be resumed if in the future complaints of inhospitality were brought to my knowledge."

In this we see the sense of service and purity of a very young Bhaktivinoda Thakura, who went on to write countless books and songs, and became one of the most respected and honoured men of his time. We are depending and have faith in you Bhakti Sravan Tirtha Maharaja to carry the spirit of Bhaktivinoda Thakura into the 21st century, and dispel the corruption of Kali Yuga, especially in the holy Dhamas, by establishing the true sangam of Gauranga Mahaprabhu. For this reason we have formed the Bhakti Vijaya Tirtha Memorial Gauranga Asram Trust in Puri to protext the legacy of Chaitanya Mahaprabhu.

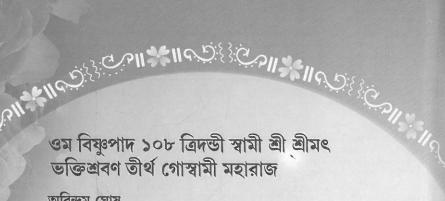
In earnest, like a mendicant, I searched from place to place seeking shelter and assistance in upholding my Guru Bhakti, but no one came to my aid. Only you could dare to understand and grasp the gravity of the situation, I am duty bound to solve. Your lotus feet are my only shelter in this world.

I beg to remain in your service, which is my temple life after life,

Gurupad Arjuna.







অরিন্দম ঘোষ

আদর্শ, নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের যেসব চারিত্রিক গুণ থাকা দরকার এবং যা সকল সাধকেরই অলঙ্কার স্বরূপ তা'হল - যে পরদুঃখে কাতর, বেদনাশীল, নিরভিমাণ, সকলকে সমভাবে বন্দনা করে: কারও নিন্দা করেনা: সদা হাসমেয়: যে মনকে সব সময়ে নিশ্চল রাখে; পরস্ত্রী যার কাছে মাতৃবৎ; অসত্য ভাষণ যে করে না; মোহ মায়া মুক্ত; বৈরাগ্য যার শ্রেয় "রাম নাম" বলার সাথে সার্থেই যার ধ্যান হয়: তাবৎ তীর্থক্ষেত্রে যার দেহে অবস্তান করে: এবং যে ষড়রিপুকে দমন করেছে ইত্যাদি। চৈতন্য চারিতামূতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আদর্শ বৈষ্ণবের প্রায় অনুরূপ ২৬ টি লক্ষণের কথা বলে গেছেন-

> "কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম। निर्फाय, वमाना, मृमु, শুচि আकिश्वन।। সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈক শরণ। অকাম, নিরীহ, স্থির বিজিতষভূগণ।। মিতভুক, অপ্রমত, মানস, অযামী। গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী।।" (শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা (২২ শে পরিচ্ছদ, শ্লোক সংখ্যা ৭৫ - ৭৭)

চরিত্রকে দোষ মুক্ত করে সদগুণের অনুশীলন করাই হল সকল সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ। তাই আমরা দেখি পরমপুরুষ শ্রী শ্রী রামকফদেব বলেছেন - 'যত মত তত পথ'। সাধনার মত ও পথ বিভিন্ন হতে পারে. কিন্তু লক্ষ এক। তাই বলা হয়ে থাকে সাধনার মূল লক্ষ ও বস্তু হওয়া উচিত সদগুণের অধিকারী হওয়া ও সৎচরিত্র যাপন করা।

আমরা সাধারণ মানুষ যারা সব সময় অজ্ঞান প্রসূত, কাম, ক্রোধ, মোহ, লোভ, হিংসা, মদ, মাৎসর্য ইত্যাদির শিকার তাদের উচিত ওইসব দোষাবলী থেকে মুক্ত আচার্যের কাছে যাওয়া। সদগুণ সম্পন্ন, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আচার্য যার দিব্যজ্ঞান হয়েছে এবং যিনি আত্মজ্ঞানী তাঁর কাছে যেতে হবে। সেইপথ অতীব দুর্গম। কারণ প্রকৃত সদগুরু সন্ধান পাওয়া খবই কঠিন ব্যাপার।

অথচ আমাদের ভারতীয় দর্শন - যা মূলত বৈদিক ধর্ম যা থেকে রূপান্তরিত হয়েছে হিন্দু ধর্ম - ও ধর্ম হল 'গুরুবাদ ধর্ম' গুরু বিনা গতি নাই । আমাদের শাস্ত্র বলছে গুরুই পরম ব্রহ্ম, বিষ্ণু, মহেশ্বর। সতরাং গুরুর আশ্রয় আমাদের নিতেই হবে। তাই আমরা দেখি এই ঐতিহাসিক যুগে শ্রী চৈতন্যদেব ঈশ্বরপুরী ও কেশব ভারতীকে, স্বামী বিবেকানন্দ শ্রী রামকফকে গুরুরূপে



গ্রহণ করেছিলেন। গুরুবাদ আমাদের জীবনকে পরমার্থলাভে সহায়তা করে।
আমাদের ইহলোক ও পারলৌকিক জীবনে গুরুর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা
রয়েছে। এমন কি গুরুলাভ বা গুরুদর্শনই নয়, ভারতীয় ধর্মে গুরুর পাদুকারও
একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তাইদেখা যায়, বর্তমানকালে শ্রী সীতারামদাস
ওক্ষারনাথের গলায় সবসময় শ্রীগুরুর পাদুকা ঝুলত। অতএব দেখা যাচ্ছে,
গুরু ব্যতীত জ্ঞান, মুক্তি ও কোনপ্রকার সদ্গতি হবার সম্ভাবনা নাই। তাই
অতি ভক্তি সহকারে গুরুর নিত্যসেবা প্রয়োজন। এবং গুরু শিষ্যের সেবায়
প্রসন্ম হলে তাকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাবেন।

উপরে বর্ণিত যেসমস্ত চারিত্রিক গুণাবলীর কথা বলা হল সেই সমস্ত গুণাবলীর সমাবেশ কোন ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে আমরা যদি লক্ষ করে থাকি তাহলে সেই ব্যক্তি হল মহান, পূজনীয়, স্পর্শনীয়, দর্শনীয়। এই ধরণের ব্যক্তি বিশেষের সংস্পর্শে এসে নিজেকে ধন্য মনে করা যায়। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাঁকে পূজা করা যায় এবং তাঁর পাদপ্রশর্শ করে তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করা যায়। এই ধরনের জীবনকে পূর্ণাজীবন, মহাজীবন বলা যায়।

আজ থেকে প্রায় ৭/৮ বছর পূর্বে আমার এক পরম সুহাদের মাধ্যমে এইধরণের চারিত্রিক গুণাবলীর সমাবেশ আছে এক বৈষ্ণবের খবর পেয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হই। তখন তিনি বিধাননগরে থাকতেন। বর্তমানে যোধপর পার্কে তাঁর আশ্রম। প্রথম দর্শনেই আমি এক ধরণের পরিবর্তন নিজের মধ্যে অনুভব করি। দেখি, তাঁকে ঘিরে বেশ কয়েকজন নরনারী তাঁর মখনিসূত ভক্তিবাণী শুনছেন, প্রশ্ন করছেন, উত্তর পাচ্ছেন। আমার পরিচয় দেবার পর তিনি তাঁর অতি নিকটে আমাকে বসতে বলেন। বসার পূর্বে আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে তাঁর পদযুগলে স্পর্শ করামাত্র আমার মধ্যে কি জানি যেন একটা শিহরণ জাগল যা আজও ভাবলে বিশ্বায় জাগে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর পুনরায় তাঁর অনুমতি নিয়ে তাঁর পদযগল স্পর্শ করে ওঠা মাত্র তিনি বললেন' - 'জয় রাধে'। এরপর আমাকে দটি তুলসী পাতা দিয়ে আবার আসার জন্য বললেন। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায়ই তাঁর নিকট যাই। এবং একই জিনিষ দেখি। অর্থাৎ শিষ্য. শিষ্যা. ভক্তদের সমাবেশ. তত্ত্বকথা আলোচনা, দর্শনপ্রার্থীদের সমস্যার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন, তলসী পাতা দেওয়া এবং সর্বশেষে 'জয় রাখে' জানিয়ে দর্শনপ্রার্থীদেব আশীবাদ করা।

দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই মহাজীবনের অতি কাছে আসার ফলে তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু জেনেছি তা তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ শিষ্য, শিষ্যা ও ভক্তদের জানার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

ভক্ত, শিয্য - শিষ্যাদের মধ্যে যিনি প্রতিনিয়ত প্রেম ও ভক্তির বীজ বপন করে যাচ্ছেন তাঁদের আত্মার উন্নতি সাধনের জন্য, ধর্মের প্রতি অবিচল আস্থা স্থাপন করে সমস্যার মোকাবিলা করতে তাঁর জন্ম হয় এক নিষ্ঠাবান ধর্মপরায়ণ ব্রাক্ষণ পরিবারে। অর্থাৎ ১৯২৬ সালের ১৩ ই মার্চ। অধুনা বাংলা দেশের শৈতৃক ভিটা ত্যাগ করে তাঁর পিতা, যিনি একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক ছিলেন। তিনি এলা হাবাদে স্বায়ী বসবাস শুরু করেন। ١٤٠٥ | المراقة المرا

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল যেদিন তাঁর জন্ম হয় সেদিন ছিল পূর্ণিমা তিথি এবং হোলি উৎসব। স্বয়ং মহাপ্রভুরও জন্ম হয় হোলি উৎসবের দিন। সেজন্য অনেকেরই থারণা যে মহাপ্রভুর প্রেম ও সেবার বাণী পুনরায় প্রচারের জন্যই বোধহয় তাঁর আবির্ভাব। আরও লক্ষ্যনীয় যে অবাঙালী, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের মধ্যেই তিনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেম ও ভক্তির বাণী প্রচার করে থাকেন ও যাচ্ছেন। তাই তিনি সর্বস্তরের মানুষের বছে বলেন - "ভক্তি সহকারে যদি নাম কীর্তন করা যায় তাহলে শুধু যে শান্তিলাভ করা যায় তাই নয়, স্বয়ং সর্বশক্তিমান মহান কশ্বর ভক্তের কাছে ধরা দিয়ে থাকেন। তবে নামকীর্তনের পেছনে যদি কোন স্বার্থ থাকে তাহলে কোন ফলই পাওয়া যায় না।"

প্রায় সকল ধর্মগুরু, সাধক ও মহাপুরুষদের জন্মের বা জন্মের পূর্ব মুহুর্তে এক অভাবনীয় ঐশ্বরিক ক্রিয়ার কাহিনী আমরা সকলেই জানি। এঁর বেলাতেও তাঁর ব্যতিক্রম হয়নি। আগত শিশুটি যে ভবিষ্যতে এক বিরাট সাধকরূপে পরিণত হবেন, সেই সমস্ত লক্ষণ তাঁর জন্মলগ্ন থেকেই পাওয়া যায়। তাঁর ধর্মপরায়না মাতদেবী শিশুর জন্ম-মহুর্তে অসম্ভব প্রসব বেদনা অনভব করতে থাকেন। এই অস্বা ভাবিক প্রসব বেদনা পরিবারের সকলের কাছে ভীষণ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁডায়। ঠিক সেই সময় বাগানে পদচারণা করছিলেন তাঁর পিতামহ। তাঁর সারা মখে উদ্বেগের চিহ্ন। এই অবস্তায় এক সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সেই সন্মাসীর কাছে পিতামহ তাঁর উদ্বেগের কথা, বিপদের কথা ব্যক্ত করেন। সন্ন্যাসী সেইসব কথা শুনে তাঁকে বিপদমক্ত করার জন্য সান্তনা প্রদান করেন এবং তাঁর কমন্ডল থেকে অল্প পরিমাণ জল দিয়ে প্রসৃতিকে সেবন করার পরামর্শ দেন। পিতামহ সন্ম্যাসীর প্রদত্ত সেই জল তাঁর কন্যাকে পান করান এবং যার ফলস্বরূপ অতি অল্প সময়ের মধ্যে অলৌকিক ভাবে কন্যার যাবতীয় কস্ট ও বেদনার উপশম হয় এবং তৎপরই একটি সর্বাঙ্গসন্দর পত্র সন্তান প্রসব করেন; যার দর্শনে পরিবারের সকলেই আনন্দিত হন। কিন্তু সন্তান পৃথিবীর আলো দেখার পরেই সেই সন্ন্যাসীর আর দেখা পাওয়া গেল না। এতে সকলেই মনে করলেন হয় এই নবজাত শিশুটির জন্মের মধ্যে নিশ্চিতভাবে কোন দৈবপ্রভাব আছে।

এক আখ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্যেও পিতা-মাতার সজাগ তত্ত্বাবধানে শিশুটি শিক্ষিত ও মার্জিত হয়ে উঠতে লাগলেন। এর ফলে বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ স্তর পর্যন্ত তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে সফলতা লাভ করেন। ইংরাজী ও দর্শনশাস্ত্রে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেন। তাঁর স্মৃতি শক্তি এতই প্রবল যে, তিনি যে কোন ধর্মগ্রন্থ থেকে শ্লোকাদি নির্ভুলভাবে সবার সামনে পেশ করতেন ও করেনও। এমন কি কেউ যদি ভূল কিছু পরিবেশন করেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা সংশোধনও করে দেন। এজন্য তাঁর কোন পুস্তকাদির প্রয়োজন হয় না।

বিদ্যাচর্চা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ভাব লক্ষ্য করা যায়।



মাত্র ১৪ বছর বয়সে তাঁর দেহের মধ্যে এমন কতকণ্ডলি চিহ্ন দেখতে পাওয়া
যায় তা থেকে সকলেই অনুমান করেন যে ভবিষ্যতে তিনি একজন বিরাট
সাধক হবেন। তাঁর সেই চিহ্ন প্রথমে লক্ষ্য করেন শ্রীপ্রেমানন্দ মহারাজ।
সেগুলি হল তাঁর মাথায় ও শরীরের অপারপর স্থানে শঙ্খ, চক্র ও পদ্মের
চিহ্ন। এই চিহ্নগুলিই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের দিগনিদর্শন করে যে, কোন
পথের পথিক তিনি। অর্থাৎ একদিন যে, মহৎকাজে, তিনি ঈশ্বরের মহিমা
প্রচারে এবং পতিত উদ্ধারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবেন এ বিষয়ে
নিঃসন্দেহ হয় সকলে।

তাই দেখি উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বর শহরে তাঁর মূল আশ্রমে দাতব্য চিকিৎসালয়, রুগীদের বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ, অতিথিশালা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান ভক্ত ও শিষ্যদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করেন তিনি।

অতি অল্প বয়স থেকে তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই ভাবের ক্রমশ স্ফুরণ দেখে তাঁর পিতৃদেব সন্তানের সম্বন্ধে ভবিষৎবাণী করে বলেন যে, এই বালক ভবিষ্যতে একজন যোগী শ্রেষ্ঠ বলে পূজনীয় হবে। অতি অল্প বয়স থেকেই তাঁর মধ্যে ত্যাগের ভাব দেখা যায়। এই কারণে বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মধারা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন এবং মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে নিজস্ব পৈতৃক বাসভবন, সুখ, সাচ্ছন্দ্য, ভোগবিলাস ইত্যাদি ত্যাগ করে ঈশ্বরের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। তাঁরজেষ্ঠ ভাতাও সন্ম্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন। তাঁর নিজস্ব ভগ্নী (এফ.আর.সি.এস) গৃহত্যাগে তাঁকে সর্বপ্রকারে সহয়তা করেন। এইরূপে পর পর দুটি সন্তানের, বিশেষকরে ছোটজনের সন্ম্যাস গ্রহণের জন্য গৃহত্যাগে তাঁর মাতৃদেবী প্রায় পাগলিনী হয়ে যান। মাতার আরোগ্য কামনায় তিনি প্রার্থনা করলে তাঁর মাতা ঠাকুরানী পুনরায় সৃস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন।

গৃহত্যাগ করার পর তিনি ভক্তপ্রাণ দামোদর মহারাজের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে তাঁর সন্যাস জীবন শুরু করেন। দীক্ষা গ্রহনের পর তিনি মহাপ্রভুর জন্মস্থান নদীয়া জেলার শান্তিপুরে যান। ওইখানেই একদিন রাতে এক স্বর্গীয় আলোক দেখতে পান যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করছেন আর তখনই তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়। এর ফলে প্রায় ৭২ ঘন্টার জন্য তিনি সমাধিস্থ হন। এরপরে নাম সংকীর্তন শোনার পর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন।

এরপর তিনি প্রায় ৫/৬ বছর ধরে ভারতের নানান তীর্থক্ষেত্র দর্শন করেন।
এই সময় তিন তিনটি বছর তিনি মৌন ছিলেন। তাঁর গুরুদেবের নির্দেশে
১০৮ টি ভাগবৎ সপ্তাহ পালন করার ব্রত গ্রহণ করতে হয়েছিল তাঁকে।
নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের অঞ্জনগড় নামক একটি স্থানে তিনি প্রথম ভাগবৎ
সপ্তাহ পালন করেন। পুঁথিগত পদ্ধতির বিধান অনুযায়ী সাতদিন উপবাসীী
থেকে এই অনুষ্ঠান পালন করেন। এযাবৎকাল পর্যন্ত ১০৫ টি ভাগবৎ
সপ্তাহ দেশের বিভিন্ন স্থানে তিনি উদ্যাপন করেন। এই সময় হাজার হাজার

2||%||



নর-নারী তাঁর সুললিত কঠে ভাগবতের সহজ ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

১৯৬১ সালে হরিদ্বারে স্বামী সদানন্দের সঙ্গে মিলিত হবার পর তাঁর আখ্যাত্মিক জীবনে এক বিরাট ও অদ্ভত পরিবর্তন আসে। শ্রীজীব গোস্বামী রচিত 'আনন্দ বন্দাবন-' নামক গ্রন্তটি স্বামী সদানন্দজী তাঁকে দিতে অস্বীকার করায় পরবর্তীকালে ১৯৬৩ সালে বৃন্দাবনের রাধাকল্পে একবারে অচেনা একটি বালক তাঁকে এই ধর্মগ্রন্তটি দেয়। এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে, স্বামী সদানন্দজী মহারাজের কাছে শ্রীনৃসিংহ শালগ্রাম শিলাটি ছিল তাঁকে সেটা দেবার নির্দেশ ঈশ্বর দেন। এরপর স্বামী সদানন্দজী মহারাজ তাঁকে এই শালগ্রামে শিলাটি দিয়ে দেন। এটি বর্তমানে উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ আশ্রম আছে। সেখানে প্রত্যহ পজাদি হয়ে থাকে।

১৯৭৮ সালে তিনি যখন ভেলোরের হাসপাতালে অতিথি নিবাসে ছিলেন সেই সময় শ্রীনৃসিংহ দেব তাঁকে ভূবনেশ্বরে একটি হাসপাতাল স্থাপনের নির্দেশ দেন। এরই ফলস্বরূপ ১৯৮০ ও ১৯৮১ সালে ভূবনেশ্বরে তিনি গৌরাঙ্গ আশ্রম, লক্ষ্মী, নৃসিংহমন্দির ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীনৃসিংহশিলাই পূজার ব্যবহৃত পবিত্র জল ও তুলসী বহু প্রকারের জটিল ও পুরাতন ব্যাধির উপশমের জন্য রুগীদের সেবনের উদ্দেশ্যে তিনি দিয়ে থাকেন এবং এই জল সেবনে বহু রুগীর রোগের উপশম হয়।

'শ্রীমদভাগবৎ গ্রন্থটি' (প্রথম খন্ড) তিনি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেন। ইংরাজীতে অনুবাদ করে প্রকাশ করার বাসনা আছে তাঁর। ১৯৪৮ সালে নেপাল পরিদর্শনের সময় হিরণ্যগর্ভ শালগ্রাম শিলার দর্শন লাভ হয়। ১৯৭৯ সাল থেকে তিনি সমস্ত প্রকার খাদ্য বর্জন করে কেবলমাত্র পানীয় হিসাবে দগ্ধ পান করে থাকেন। এর ফলে তাঁর স্বাস্ত্যের কোন ক্ষতি হচ্ছে না। নিঃসন্দেহে এটি একটি গবেষণার বিষয়বস্তু।

ইউরোপ, আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি স্থানগুলি পরিদর্শনের সময় ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধে অনেক সভা সমিতিতে তিনি ভাষণ দেন। এর ফলে সেইসব দেশে তাঁর প্রচুর ভক্ত ও অনুগামী আছেন।

শ্রী শ্রী মহাপ্রভুর ৫০০ বছর আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে হাজার হাজার ভক্ত ও শিষ্যদের নিয়ে খড়গপুর থেকে রামেশ্বরম (ভারতের শেষ বিন্দু) পর্যন্ত পদযাত্রা করেন নাম সংকীর্তনকে অবলম্বন করে। এই পদযাত্রা যে যে স্থান দিয়ে গেছে সেইসব স্থানে তোরণ, শঙ্খধ্বনি, পুষ্প ছিটান ইত্যাদির মাধ্যমে স্থানীয় লোকের সম্বর্ধনা জানায়।

তিনি যেখানেই থাকুন না কেন ভক্ত ও শিষ্যদের তাঁর দর্শন লাভ করার, তাঁর উপদেশাবলী শ্রবণ করার বিষয়ে কোন বিধিনিষেধ নেই। অর্থাৎ যখন ইচ্ছা তখনই তাঁর সংস্পর্শে আসা যায়। ভক্ত ও শিষ্যদের সঙ্গে এককভাবে বা যৌথভাবে তিনি যেসব আলোচনা করেন সে বিষয়ে একটু আলোকপাতও করা বোধ হয় যুক্তি সঙ্গত। যেমন তিনি প্রায়ই বলে থাকেন - ভগবান নিজেই



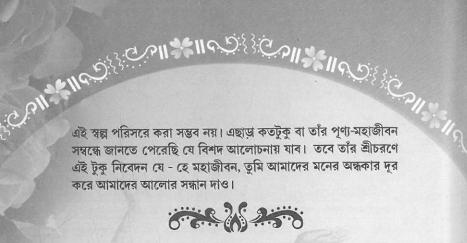
বলেছেন, 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য' – অর্থাৎ একমাত্র ভক্তির দ্বারাই আমার (ভগবানের) দর্শন পাওয়া যায়। ভক্তি সহকারে যদি ভগবানকে স্মরণ করা যায় তাহলে ভক্তের কাছে ধরা দেন।

তিনি প্রায়ই বলে থাকেন, শ্রদ্ধা ভক্তির লক্ষণ ন'টি - শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্ধন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। এই নটির দ্বারা বা এর মধ্য থেকে ২/৪ টি যদি কেউ শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে পালন করতে পারেন তাহলেও কাজ হবে। এই নটির ব্যাখা সংযোজনা করা ভাল। শ্রবণঃ 'নাম' শ্রবণে অন্তকরণ শুদ্ধ হয়ে থাকে। গুণীজনের মখ থেকে নামরূপাদি শ্রবণ ও তা কর্নকুহরে প্রবেশ করাতে পারলে তার একটি বিশেষ মাহাত্মা আছে। প্রবণের মধ্যে শ্রীভাগবৎ শ্রবনই শ্রেষ্ঠ। কীর্তন প্রায় শ্রবণের মতই এবং তা উচ্চস্তরে করাই সঙ্গত। কলিতে যদি কোন নাম সংকীর্তন করতে হয় তা হলে মহাপ্রভুর শ্রীমখ উচ্চারিত যে নাম তাই কীর্তন করাই বিধেয়। স্মরণ - লীলা স্মরণ। অর্থাৎ নাম কীর্তনের সাথে সাথে স্মরণ করতে হবে। চিত্তশুদ্ধি দ্বারা শ্রীভগবানকে নানা প্রকারে চিন্তার দ্বারা তাঁকে স্মরণ করা উচিত। পাদসেবন - শ্রীচরণ সেবা। দেবদেবাদি দর্শন, স্পর্শন, বৈষ্ণব সেবা, তুলসী সেবা ইত্যাদি পাদসেবার অঙ্গস্বরূপ। অর্চন - বাহ্য ও মানস দৃই প্রকারের অর্চন আছে। বাহ্য পূজার জন্য নানা প্রকারের উপাচারাদি প্রয়োজন। কিন্তু মানস পূজা হল মনে মনে স্মরণ করা। মানস পূজাই হল প্রকৃত পূজার বিধি। বন্দন - এটি অর্চনের প্রকার বিশেষ। দাসস্য দাস সলভ মনোভাব নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পরিচযাদির দ্বারা এই কার্য সম্পাদন করতে হয়। সখ্য ঃ বন্ধত। শ্রীভগবানকে বন্ধ জ্ঞানে তাঁর সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে তাঁর বন্দনা, অর্চনা, সেবা করাই শ্রেষ্ঠ পস্থা। আত্মনিবেদন - দেহ, মন, প্রাণ সমস্তই শ্রীভগবানের সেবায় আত্মসমর্পন করাই বিধেয়।

রাজনীতি ও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মত হল দুটোকে আলাদা আলাদা ভাবে দেখা উচিৎ। রাজনীতি হল প্রতিষ্ঠানিক ব্যাপার। ধর্ম হল সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত। সূতরাং ধর্মকে প্রতিষ্ঠানগত করলে সেটি আর ধর্ম থাকে না। ধর্মকে রাজনাতির আসরে টেনে আনলে ধর্ম নোংরা হয়ে যায়। আমরা দৈনন্দিন তা দেখতে পাচ্ছি।

ভারতবাসীর নৈতিক চরিত্রের অধঃপতনের মূল কারণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলে থাকেন স্কুল, কলেজে পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে ধর্মীয় পুস্তক থাকা উচিৎ। ধর্মীয় পুস্তক পঠন শ্রবণ ইত্যাদির দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নীতি নৈতিকতার ভাব জন্মায়। এর ফলে অহিতকর কাজ করতে তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে দ্বিধাবোধ জন্মাবে। সুতরাং অতি শৈশবকাল থেকেই ধর্মীয় পুস্তক পঠন ও মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে স্থান লাভ করা অতি অবশ্যই দরকার।

সর্বশেষে বলতে চাই যে ওম বিষ্ণপাদ ১০৮ ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রী শ্রীমৎ ভক্তিশ্রবণ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের জীবনের নানা দিক সম্বন্ধে আলোচনা





Signal And Signal And

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য

অবতাররূপী ঈশ্বরের লীলা দ'রকমের-প্রকট এবং অপ্রকট। রসিকশেখর স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীক্ষের্রূপে এবং শচীনন্দন শ্রী শ্রী গৌরসন্দররূপে প্রকট এবং অপ্রকট উভয় ধামেই লীলা করে গেছেন। কপা করে তিনি যখন ব্রহ্মান্তে লীলা প্রকটিত করেন, তখনই জগতের জীবের পক্ষে তাঁর এই অমৃত রসাদির কিছু আস্বাদনের সুযোগ হয়।

স্বয়ং ভগবানের লীলাপ্রকটনের সাধারণ নিয়ম এই যে - "ব্রক্ষার একদিনে তিহোঁ একবার। অবতীর্ণ ইইয়া করেন প্রকট বিহার।। শ্রীমদ - ভাগবতের 'আসন বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য' - ইত্যাদি শ্লোক থেকে জানা যায়, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রক্ষার এক দিনের অর্ন্তগত কোনও এক দ্বাপরেই তাঁর ব্রজলীলা প্রকটিত করেন এবং তার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতেই তিনি আবার শ্রী শ্রী গৌরসুন্দর-রূপেও শ্রীধাম নবদ্বীপে সেই লীলার পুনঃ প্রকটন করেন।

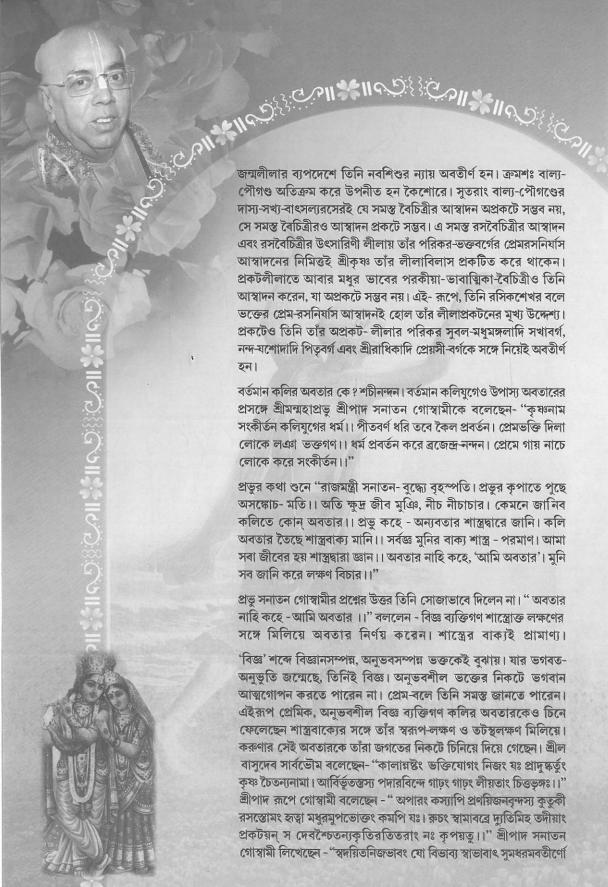
উভয়লীলার বৈশেষিক লক্ষণ প্রকটলীলায় প্রদর্শিত। প্রকটনের হেত বিচার করলেই এক লীলা থেকে অপর লীলার বৈশিস্ট্য কি এবং উভয় লীলার



মধ্যে সম্বন্ধই বা কি. তা সমাক উপলব্ধি করা যায়। বস্তুতঃ প্রকটলীলাই অপ্রকটলীলার প্রমাণ। প্রহলাদের প্রতি কপা প্রদর্শনের প্রয়োজনে শ্রীনসিংহদেব. বলিমহারাজের জন্য শ্রীবামনদেব এবং রাক্ষসকূলের প্রতি কৃপাপ্রদর্শনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অপ্রকটেও তাঁরা না থাকলে কোথা থেকে এলেন? সূতরাং অপ্রকটধাম থেকেই তাঁরা ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়ে তাঁদের প্রকটনের প্রয়োজন ও পরিচয় জ্ঞাপন করলেন। জীব নিস্তারণে অকপন কৃপার প্রদর্শন করতে। শ্রীকৃষ্ণের

ব্রজলীলা প্রকটনের হেত সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী যা বলেছেন, তার মর্ম এস্তলে প্রকাশ করা হচ্ছে।

শ্রীকুষ্ণের দৃটি প্রধান গুণকে অবলম্বন করেই কবিরাজ গোস্বামী তাঁর লীলাপ্রকটনের হেত নির্দেশ করেছেন। শ্রীকফ রসিকশেখর এবং পরমকারুণিক। রসিকশেখর বলেই অনন্ত-রসবৈচিত্রী আস্বাদনের জন্য তাঁর বাসনা হওয়া স্বাভাবিক। অপ্রকট ব্রজে তিনি নিতাকিশোর: নিতাকিশোররূপে দাসা, সখা, বাৎসল্য ও মধর-রসের যতরকম বৈচিত্রী থাকা সম্ভব, তার প্রায় সমস্ত আস্বাদনই তিনি অপ্রকটে করে থাকেন। কিন্তু বাল্যে বা পৌগণ্ডে এসমস্ত রসের যে সকল বৈচিত্রী থাকা সম্ভব অপ্রকটে নিত্যকিশোরত্ব-বশতঃ বাল্য-পৌগণ্ড নাই বলে সে সমস্ত রসবৈচিত্রী আস্বাদনের সম্ভাবনা নাই। প্রকটে



5.83:00 11 3 11 10 5:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 3 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:00 11 10 0:83:

ভক্তরপেন লোভাৎ। জয়তি কণকথামা কৃষ্টচতন্যনামা হরিরিহ যতিবেশঃ
শ্রীশচীসূনুরেষ।।" শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলেছেন- অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং
দর্শিতাঙ্গাদিবৈভম্। কলৌ সংকীতনাদৈঃ স্মঃ কৃষ্ণটেতন্যমাশ্রিতঃ তত্ত্বসন্দর্ভঃ।
শ্রীল স্বরূপ দামোদরের অনুভবে - "রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি হলাদিনী
শক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং
প্রকটমধুনা তদ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।।
আর নিজের অনুভবের সঙ্গে এঁদের সবার অনুভব মিলিয়ে রসিকভক্তকূল
মুকুটমণি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন-"পিতা মাতা গুরুগন
আগে অবতারি। রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার করি।। নবদ্বীপে শচীগর্ভ
শুদ্ধ দৃশ্ধসিন্ধু। তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু"।

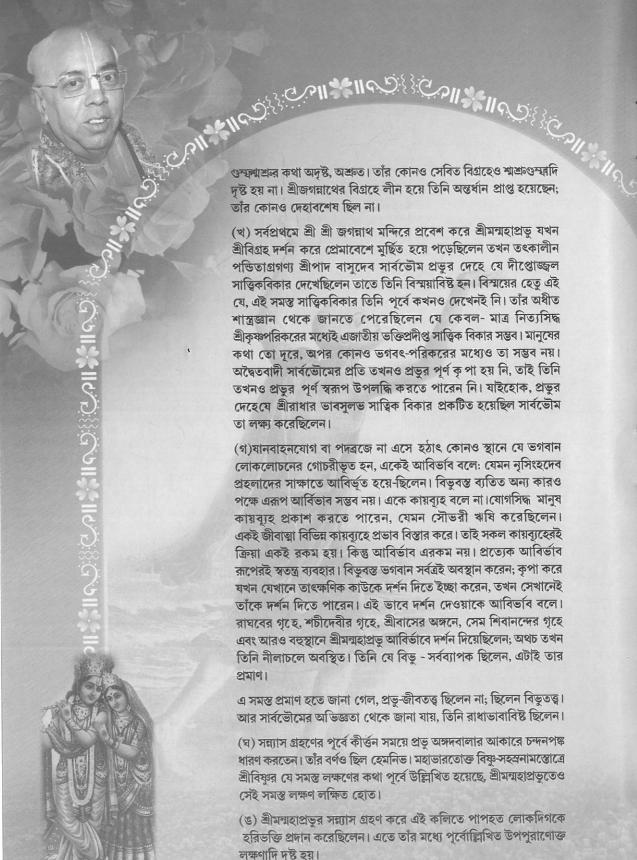
কেবল দু'চারজনের কথাই বলা হোল। কারও আদেশ, উপদেশ, প্ররোচনা অথবা পীড়াপীড়ি ব্যতিরেকেই-এই শ্রীকৃষ্ণটৈতন্য কে, তাঁর সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর দর্শন মাত্রেই তাঁকে স্বয়ং ভগবান বলে অনুভব করেছেন- অগ্নির প্রভাব না জানা সত্ত্বেও আগুনের নিকটে গেলে যেমন উত্তাপ অনুভূত হয়।

১৪০৭ শকের ফাল্পুনী পূর্ণিমা তিথিতে যিনি শচীর দুলালরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছেন, চবিশ বৎসর গৃহস্থ শ্রমলীলা প্রকাশের পরে যিনি শ্রীকৃষ্ণটৈতন্য নাম প্রকাশ পূর্বক সন্যাসলীলা প্রকটিত করেছেন ; সন্মাসের পরে নীলাচলে গিয়ে, নীলাচল থেকে দাক্ষিণাত্য, ঝারিখন্ড, বারানসী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে শ্রমণের ছলে যিনি অসংখ্য জীবকে নাম-প্রেম-বিতরণ করে কৃত-কৃতার্থ করেছেন এবং এইভাবে ছ'বছর কাল অতিবাহিত করে প্রকটলীলার শেষ আঠার বৎসর শ্রীরাধার ভাবে আবিস্ট হয়ে নীলাচলে গন্তীরায় যিনি শ্রীকৃষ্ণ বিরহার্তিতে আকুল হয়ে কালাতিপাত করলেন- সেই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই শ্রীমন্তাগবতের 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্,' ইত্যাদি শ্লোকোক্ত কলির উপাসম্বরূপ।

শচীনন্দনই যে কলির অবতার, তার প্রমাণ? যিনি ১৪০৭ শকে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনিই যে পূর্বোল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রকথিত শ্রীকৃষ্ণরূপ, তার প্রমাণ কি? অসাধারণ ভক্তিসম্পদবিশিষ্ট কোন পরমভাগ্যাবান ভক্ত জীবও তো ইনি হতে পারনে? ইনি যে জীব নহেন, পরস্তু স্বয়ং ভগবান, ক্রমশঃ তা প্রকাশ্য করা হোক।

(ক) মানুষের দেহ নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত লম্বা। আমাদের এই ব্রাহ্মান্ডের ব্রহ্মার দেহও সাড়ে তিন হাত। কিন্তু স্বয়ং ভাগবানের বিগ্রহ হয় 'ন্যগ্রোধপরিমন্ডল' - নিজের হাতের চার হাত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেহও দৈর্ঘ্যে তাঁর নিজের হাতের চার হাত পরিমিত। 'দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাতে। চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে।। ন্যগ্রোধপরিমন্ডল হয় তার নাম। ন্যাগ্রোধপরিমন্ডল চৈতন্যগুণধাম।।' শ্রুতি থেকে জানা যায় - স্বয়ং ভগবানের রোগ নাই, জ্বরা নাই। তিনি নিত্যকিশোর। তাঁর মৃত্যু নাই।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু উভয়েরই এই লক্ষণ ছিল। তাঁর কোনও রোগ বা



স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দুটি বিশেষ লক্ষণ- যা অপর কোন ভগবৎস্বরূপে দুস্ট হয় না, তা শ্রীমন্মহাপ্রভূতে হয়েছিল।

(চ) স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র "একই বিগ্রহে ধরে নানাপ্রকার রূপে।" শ্রুতির "একোহপি সন যো বহু ধা বিভাতি।" স্বয়ং ভগবান যখন অবতীর্ণ হন: তখন তাঁহার বিগ্রহের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ভগবৎস্বরূপই স্ব - স্ব পূর্ণতম মহিমায় বিরাজিত থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত একথাই বলেছেন, "পর্ণভগবান অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে।। নারায়ণ চতর্ব্যহ মৎস্যাদ্যবতার। যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর।। সবে আসি কফ-অঙ্গে হয় অবর্তীণ।ঐছে অবতরে ভগবান পূর্ণ।।" লঘু-ভাগবতাসূতে এর শাস্ত্রপ্রমাণ দস্ত হয়। আপন লীলায় এই শাস্ত্রোক্তির প্রমাণ শ্রীকফ্ত দেখিয়েছিলেন। গোবর্ধনের সানুদেশে ব্রহ্মাকে তিনি অনন্ত-নারায়ণরূপ দেখিয়েছিলেন এবং করুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে স্বীয় বিগ্রহেই অর্জনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে শ্রীমন্মহাপ্রভূ তাঁর নিমাই-পন্ডিত-বিগ্রহে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভগবৎস্বরূপের প্রকাশ দেখিয়ে উল্লিখিত তত্তটি প্রত্যক্ষভাবে লোকনয়নের গোচরীভূত করিয়েছিলেন। নবদ্বীপলীলীয় তাঁর শচীনন্দন দেহেই রাম-সীতা-লক্ষণ, মৎস্য-কুর্ম-বরাহ-নসিংহ-বামন-বদ্ধ-কল্কি এবং শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ, বরাহবিশ্বরূপ, বলরাম, লক্ষী-রুক্মিণী- ভগবতী প্রভৃতি ভগবৎ স্বরূপের বিভিন্ন রূপ প্রকটিত হয়েছিল। সন্মাসের পরে বাসদেব সার্বভৌমিকে এবং সন্ম্যাসের পূর্বেও শ্রীনিত্যানন্দা-দিকে ষডভজরূপে দর্শন দিয়েছিলেন। এ সমস্ত রূপ দেখার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল দর্শনকালে তাঁরা শচীনন্দনের দেহ আর দেখেন নি. তত্ত্ৎ-ভগবৎস্বরূপের রূপই দেখেছিলেন। রায় রামানন্দও প্রভুর সন্মাসরূপের স্থলে শ্রী শ্রী রাধাকুষ্ণের যুগল মূর্ত্তি হেয়েছিলেন। স্বয়ং ভগবানের এ একটি বিশেষ লক্ষণ। বস্তুর পরিচয় হয় তার বিশেষ লক্ষণে।

(ছ) স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আর একটি বিশেষ লক্ষণ হোল প্রেমদাতৃত্ব। ভগবানের অনন্তস্বরূপ আছেন সত্য, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোনও ভগবৎস্বরূপই প্রেমদান করতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু কেবল মানুষকে নয়, লতাগুল্মাদিকেও ভগবৎ-প্রেমদান করতে সমর্থ। "সম্ভাবতারা বহুঃ পুষ্করনাভস্য সর্বতো-ভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্য কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি।।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগাই-মাধাই থেকে শুরু করে লক্ষ লক্ষ লোককে ব্রজপ্রেমদান করে কৃতার্থ করেছেন। ঝারিখন্ড পথে শ্রীকৃদাবন যাওয়ার সময়ে ব্যাঘ্রভল্লুকাদি হিন্দ্রে জন্তুকেও পর্যন্ত তিনি প্রেম দিয়েছেন। তাঁর দর্শনেই তাঁরা কৃষ্ণ প্রেমে উন্মন্ত হয়ে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ'- শব্দ উচ্চারণ পূর্বক নৃত্য করেছে; তাদের পশু দেহে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারের উদয় হয়েছে। ব্যাঘ্র-মৃগ একস্বন্ধে গলাগলি হয়ে নৃত্য করেছে। কত কোল-ভীল-সাঁওতাল, কত বিধর্মী, শ্লেচ্ছ তাঁর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেমধনে ধন্য হয়েছে, তার ইয়ন্তা নাই। নীলাচলেই শিবানন্দ সেনের পালিত কুকুর প্রভু প্রদন্ত নারিকেল শাঁস খেয়ে 'কৃষ্ণ' কৃষ্ণ' শব্দ উচ্চারণ করেছে।

প্রেমদান বিষয়ে সন্মাসের পরে প্রভু আরও এক অন্তত শক্তি প্রকাশ করেছেন। প্রভু পথে চলেছেন। মুখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম। অর্ধ-নিমীলিত নয়নে গলদশ্রহণারা। অঙ্গে পুলক-কদম্ব; বাহ্যজ্ঞানশূন্য। যেন অভ্যাস বশে স্খলিতচরণে চলে যাচ্ছেন। প্রেমঘণ বিগ্রহ। সর্বদিকেপ্রেমের প্লাবন প্রবাহিত। যে পথিক তাঁর দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন, প্রেমের বন্যা তাঁকেও যেন স্পর্শ করেছে। কেবল স্পর্শ নয় - তাঁর দেহের মনের সমগ্র ইন্দ্রিয়নিচয়ের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে তাঁকেও প্রভুর নিজের ন্যায় প্রেমোন্মত করে দিয়েছে। তিনিও তখন কফ্ষ প্রেমে বিহল হয়ে লোকাপেক্ষা ত্যাগ করে কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও হুস্কার চীৎকার করেন- ঠিক যেন উন্মত্ত। কেবল তাই নয়, কেবল দর্শনের প্রভাবেই প্রভূ তাঁর মধ্যে এমনই এক অপর্ব শক্তির সঞ্চার করছেন যে, অপর যে-কেউ তাঁকে দেখছে তাঁর অবস্থাও ঠিক তদ্রূপই হচ্ছে। যিনি এইভাবে এই রুক্সবর্ণ পুরুষের দর্শন লাভ করেছেন দেখা যাচ্ছে তাঁর কপায় তিনিও প্রেমদান বিষয়ে যেন প্রভুর পরম সাম্য প্রাপ্ত হচ্ছেন। মণ্ডক-শ্রুতি বোধ হয় প্রভুর এই অন্তত প্রেমদানের কথাই বলেছেন। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্সবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম-যোনিম। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমূপৈতি।।" এস্তলে যে সমস্ত লক্ষণের কথা বলা হোল, এসমস্ত লক্ষণ স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত অপর কারও মধ্যেই থাকা সম্ভব নয়। সূতরাং প্রভু যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশই থাকতে পারে না।

রসরাজ-মহাভাব। বস্তুতঃ শ্রী শ্রীগৌরসুন্দর যে শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত স্বরূপ, রায় রামানন্দকে প্রভু কৃপা করে তা দেখিয়েছেন এবং বলেছেনও। রায় রামানন্দের মুখে প্রভু যে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করবার ইচ্ছা করেছিলেন সে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার পরে একদিন প্রভুর সাক্ষাতে রামানন্দ এক অদ্ভুত ব্যপার লক্ষ করলেন এবং প্রভুকে তার হেতু জিজ্ঞাসা করলেন। "এক সংশয় মোর আছয়ে হাদয়ে। কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে।। পহিলে দেখিলুঁ তোমা সয়্যাসস্বরূপ। এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যামগোপরূপ।। তোমার সম্মুখে দেখো কাঞ্চন-পঞ্চালিকা। তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব অন্ধ ঢাকা।। তাহাতে প্রকট দেখি সবংশী-বদন। নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমলন্যন।। এই মত তোমা দেখি হয় চমৎকার। অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার।।"

প্রভুর সন্ন্যাসরূপের স্থলেই রায়রামানন্দ দেখলেন শ্যামসুন্দর বংশীবদন নানাভাবে চঞ্চল কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে, আর তাঁর সন্মুখে দেখলেন কাঞ্চন পুত্তলিকাতুল্যা শ্রীরাধাকে। শ্রীরাধার নবগোরচনা গৌরঅঙ্গ হতে গৌরবর্ণ কিরণচ্ছটা সর্বদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সেই গৌর কিরণচ্ছটাতে বংশীবদনের শ্যাম অঙ্গ ঢাকা পড়ে যেন গৌর হয়ে গেছে। দেখে রামানন্দ বিশ্মিত হলেন এবং প্রভুকে এই অপূ্ব রহস্যের কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

'ছন্নঃ কলৌ ঃ প্রভু কিন্তু সব সময়েই আত্মগোপন করতে চান; প্রেমিক



ভক্তের নিকট ধরা পড়েও যেন সহজে তা স্বীকার করতে চান না। রঙ্গিয়া প্রভুর এও এক রঙ্গ। প্রভু রাম-রায়কে বললেন - না রামানন্দ, তুমি যা দেখেছ, তোমার গাঢ়-প্রেমের স্বভাবের কারণেই তোমাকে তা দেখাছি। রাধা কৃষ্ণে তোমার প্রগাঢ় প্রীতি; তাই তুমি যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর না কেন, রাধাকৃষ্ণ দেখ। আমি কিন্তু যে-ই সন্ন্যাসী, এখনও সেই সন্ন্যাসীই। "প্রভুই কহে, কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়। তোমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়।। মহাভাগবৎ দেখে স্থাবর-জঙ্গম। তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ।। স্থাবর - জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি। সর্বত্র হয় নিজ ইষ্ট দেব স্ফুর্র।।"

মহাভাগবতোত্তম প্রেমিক ভক্ত রায়রামানন্দের নিকটে প্রভুর আত্মগোপনচেম্টা ব্যর্থ হল। প্রেমবলে রামানন্দ প্রভুর তত্ত্ব জেনে ফেললেন।
বললেন - "তুমি প্রভু, ছাড় ভারি ভুরি। মোর আগে নিজরূপ না করিহ
চুরি।। রাধিকার ভাব-কান্তি করি অঙ্গিকার। নিজ রস অস্বাদিতে করিয়াছ
অবতার।। নিজ গৃঢ় কার্য তোমার প্রেম-আস্বাদন। আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে
ত্রিভুবন।। আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার। এবে কপট কর তোমার
কোন্ ব্যবহার।।"

কি উদ্দেশ্যে প্রভু অবতীর্ণ হয়েছেন, রামানন্দ তা সঠিক জানতে পেরেছেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় মনে করেছেন, শ্রীরাধার গৌরকান্তিতে আচ্ছাদিত যে শ্যামরূপ তিনি দেখেছেন, তাই বুঝি প্রভুর আপন স্বরূপ। তাই তিনি বললেন, "রাধিকার ভাব-কান্তি করি অঙ্গীকার।" প্রভুর প্রকৃত স্বরূপের দর্শন রামানন্দ তখনও পান নি। তদনুরূপ কৃপাও বোধহয় প্রভু তাঁর প্রতি তখন পর্যন্ত প্রকাশ করেন নি। যাঁরা মনে করেন শ্রীরাধার ভাব এবং কান্তিমাত্র গ্রহণ করেই শ্রীকৃষ্ণ গৌর হয়েছেন, তাঁদের লান্তিটুকু দেখাবার জন্যই বোধ হয় প্রভু ভঙ্গি করে রামানন্দের সাক্ষাতে শ্যামসুন্দর এবং শ্রীরাধিকার্য়পে আত্মপ্রকট করলেন।

যাই হোক্, রামরায়ের উক্তি শুনে প্রভু একটু হাসলেন। হাসির তাৎপর্য বোধ হয় এই যে- "রামানন্দ তুমি যা বলেছ তাই আমার স্বরূপ নয়। আছো আমার স্বরূপ কি, এখন তা দেখ।" – "তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইল স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।।" কৃপা করে রামানন্দ রায়কে প্রভু যে রূপটি দেখালেন, তাই প্রভুর প্রকৃত স্বরূপ। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। রামানন্দ পূর্বে কখনও দেখেন নি। বুঝিবা ধ্যানেও কখন এইরূপ তাঁর শুদ্ধসয়োজ্জল চিত্তে উদ্ভাসিত হয় নি। যা দেখালেন তা সন্যাসীরূপ নয়, সাক্ষাতে কিঞ্চিত দূরে অবস্থিতা নবগোরচনা-গৌরী শ্রীরাধার গৌরকান্তিতে আচ্ছাদিত শ্যাম-সুন্দর রূপও নয়, তদপেক্ষাও এক অতি অপূর্ব, অতি আশ্চর্য রূপ। ইহা-রসরাজ ও মহা ভাব-এই দু'য়ের অপূর্ব মিলনে- শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্তিধর শ্রীকৃষ্ণ এবং মহা ভাব-এই দু'য়ের অপূর্ব মিলনে- শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্তিধর শ্রীকৃষ্ণ এবং মহা ভাব-এই দু'য়ের নত্ত্বাধার মিলনে এক অতি অনির্বচনীয় রূপ। এই রূপে শ্রীকৃষ্ণের নবজলধরশ্যামরূপ শ্রীরাধার অঙ্গের কেবলমাত্র কান্তি দ্বারা প্রচ্ছন্ন নহে-শ্রীরাধার অঙ্গের কেবলমাত্র কান্তি

শ্রীরাধার গৌর-অঙ্গদ্বারাই আচ্ছাদিত। নবগোরচনা-গৌরী বৃষভান-নন্দিনীর প্রতি অঙ্গই যেন প্রেমভরে গলিয়া নন্দনন্দনের প্রতি শ্যামঅঙ্গে বিজডিত হয়ে আছে। অধচ মহাভাবময়ী দেহরূপ গৌর আবরণের ভিতর দিয়ে রসরাজের শ্যাম তনও যেন লক্ষিত হচ্ছে। স্নিপ্ধকান্তি নবজলধর যেন শারদ সৌদামিনীদ্বারা সর্বতোভাবে ঢাকা পডিয়া আছে অথচ ঐ সৌদামিনীর ভিতর দিয়া যেন নবজলধরে স্লিগ্ধ শ্যামকান্তিচ্ছটাও অনভত হইতেছে। রসরাজ এবং মহাভাবের অস্তিত্ব ও মিলন, একের দ্বারা অপরের আচ্ছাদন-যেন যুগপৎই উপলব্ধি হইতেছে। এই অপূর্ব এবং অনির্বচনীয় রূপটি যেন শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহণ রূপেই যুগলিত শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরম স্বরূপেরই চরম পরিণতি। মহাভাবের দ্বারা নিবিডতমরূপে সমালিঙ্গিত শঙ্গারসরাজের এই অনির্বচনীয় রূপটিই একমাত্র অনুভবের বিষয়। এই অর্পুব রূপটি "দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্ছিত। ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিত।।" তখন "প্রভূ তারে হস্ত স্পর্শে করাইলা চেতন। সন্মাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন।" যখন রায়ের আনন্দমূর্ছা ভঙ্গ হোল, দেখলেন - যেই সন্ন্যাসী, প্রভ সেই সন্ন্যাসী।

তখন রামানন্দকে "আলিঙ্গন করি কৈল আশ্বাসন। তোমা বিনা এইরূপ না দেখে কোন জন।। মোর তত্ত্ব-লীলা-রস তোমার গোচরে। অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে।।" এই অপর্ব রূপের রহস্যটিও তিনি রামানন্দের নিকটে প্রকাশ করলেন। "গৌর অঙ্গ নহে মোর, রাধাঙ্গ-স্পর্শন। গোপেন্দ্র-সূত বিনা তেহোঁ না স্পর্শে অন্যজন।। তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুর্যরস করি আস্বাদন।।" - রামানন্দ! আমার নিজের অঙ্গ বাস্তবিক গৌর নহে: আমার প্রতি অঙ্গে গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা তাঁর প্রতি গৌর অঙ্গের দ্বারা স্পর্শ করে আছেন বলেই আমাকে গৌর দেখায়। তিনিও ব্রজেন্দ্রনন্দর ব্যতীত অপর কাউকেও স্পর্শ করেন না। শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাবদ্বারা আমার নিজের দেহমনকে বিভাবিত করেই আমি নিজের মাধুর্যরস আস্বাদন করছি। ভঙ্গীতে প্রভু জানালেন - তিনিই ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ; শ্রীরাধার গৌর অঙ্গদ্বারা সর্বাঙ্গে আচ্ছাদিত হয়ে শ্রীরাধার ভাবে বিভবিত স্বমাধুর্য আস্বাদন করছেন।

যে উদ্দেশ্যে প্রভূ তাঁর নবদ্বীপলীলা প্রকটিত করলেন, কি ভাবে তিনি সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করলেন, এখন তারই দিগদর্শন দেওয়া হচ্ছে। প্রথমে তাঁর রসাস্বাদনের কথাই ইঙ্গিত দেওয়া যাক।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে নবদ্বীপে অবর্তীণ হয়েছেন। শ্রীরাধার ভাবে আবিস্ট হয়ে ব্রজলীলারস এবং সেই লীালার ব্যপদেশে উৎসারিত স্বীয় মাধুর্যরসও আস্বাদন করছেন। যে লীলারস ব্রজে তিনি বিষয়রূপে আস্বাদন করেছেন তাই আবার নবদ্বীপে আশ্রয়রূপে আস্বাদন করলেন।

ব্রজলীলায় শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীদিগের কফপ্রীতি প্রকাশ এবং আস্বাদনের

দ্বার ছিল-নৃত্য, গীত, আলিঙ্গন, চুম্বনাদি। আর নবদ্বীপে সেই প্রীতি প্রকাশের এবং আস্বাদনের দ্বার হয়েছে-সংকীর্তন, সংকীর্তনে নৃত্য, ইস্তগোষ্ঠি, শ্রীমূর্তিদর্শন, ব্রজস্মতির উদ্দীপক বিষয়াদি। ব্রজের রাসলীলাতে যে রসের উৎস প্রসারিত হয়েছিল, নবদ্বীপে শ্রীবাস-অঙ্গনের কীর্তনেও তাহারই বিকাশ। এই রসতরঙ্গের কোমল অথচ প্রবল স্পর্শেই শ্রীবাসের হাদয় হতে বৃন্দাবনমাধুর্য, গোপীকুল চিত্তোন্মাদকারী বংশীবদন, রাসোৎসব, ছয়ঋতু বনবিহার, জলকেলি আদি লীলারসমন্দাকিনী উৎসারিত হয়ে রাধাভাবাবিস্ট প্রভুর চিত্তকে পরিসিঞ্চিত করেছিল।

দর্শনের দ্বার দিয়ে ব্রজরস আস্বাদনের বিশেষ বিকাশ দৃষ্ট হয় নীলাচলে। সন্যাসের রুক্ষ আবরণে স্বীয় প্রেমরসঘন বিগ্রহকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা সত্ত্বেও নীলাচলে প্রভুর সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। প্রেমরসের অজম্র ধারায় তাঁর রুক্ষ যতি বেশকেও পরিনিষিক্ত হয়ে রুক্ষতা ত্যাগ করতে হয়েছে। প্রভু চবিশ বছর নীলাচলে ছিলেন; এর মধ্যে প্রথম ছ'বছরের মাঝে মধ্যে নীলাচলের বাহিরেও তিনি কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। এই বহিরবস্থিতির কাল চার বছরের বেশি হবে না। বাকী বিশ বৎসর প্রভু নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা শ্রীজগন্নাথের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে রাধাভাবে আবিষ্ট হয়ে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখমাধুর্য আস্বাদন করেছেন। তাঁর দর্শনের প্রভাবে যে সকল ব্রজলীলা প্রভুর চিত্তে স্ফুরিত হয়েছিল সেই সমস্ত লীলারসও তিনি আস্বাদন করেছেন। প্রভু সাধারণতঃ শ্রীজগন্নাথকে জগন্নাথরূপে দেখতেন না। তিনি দেখতেন— শ্রী মন্দিরের রত্বসিংহাসনে ব্রজবিহারী শ্যামসুন্দর বংশীবদনই দাঁড়িয়ে আছেন, আর দেখতেন "নানাভাবে চঞ্চল তাঁর কমল নয়ন।" শ্রীরাধারভাবে আবিষ্ট হয়ে প্রভু এই রূপের মাধুর্যই পান করতেন তৃষিত চাতকের মত।

প্রভু প্রায় প্রতি দিনই শ্রীমূর্ত্তির শয্যোত্থান দর্শন করতেন। তথন প্রভু বোধহয় বজের কুঞ্জভঙ্গ-লীলার রসেই নিমগ্ন হতেন। তিনি দেখতেন-রত্ন মন্দিরে জগন্নাথকে নয়-বজের নিভূত নিকুঞ্জে প্রীতিপরায়ণা সখীবৃন্দের সযত্র-সজ্জিত নির্বৃত্ত -কুসুমান্তীর্ণ সুকোমল শয্যায় শয়ান নিদ্রালস নিমীলিত-নয়ন রসিকশেখর নাগররাজকে। ভাবাবেশে প্রভুর আত্মস্মৃতি নাই। শ্রীরাধারই ন্যায় তখন তিনিই যেন "উঠহে নাগর-বর, আলিস পরিহর, ঘুমেতে না হও অচেতন"-বলে 'পদচাপি বঁধুরে' জাগাতেন। আসন্ন বিরহের ভাবে কত আর্তি, কত দৈন্য প্রকাশ করতেন। অশ্রুধারায় বসন ভিজে ভূমিতলে স্রোত বয়ে যেত। 'গরুড়ের সন্নিধানে, রহি করে দরশনে, সে আনন্দের কি কহিব বলে। গরুড় স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্নখালে, সেখাল ভরিল অশ্রুজলে।।'

আর যখন শ্রীমন্দিরে প্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের স্বরূপ দর্শন পেতেন, অথবা রথমাত্রার সময়ে রথের উপরে দর্শন করতেন তখন রাধাভাবাবিস্ট প্রভু মনে করতেন, তিনি যেন কুরুক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করছেন। "যে কালে দেখে জগন্নাথ, শ্রীরাম-সুভদ্রা সাথ, তবে জানে - আইলাঙ কুরুক্ষেত্র। সফল হৈল জীবন, দেখিলুঁ পদ্মলোচন, জুড়াইল তনু মন নেত্র।।" তখন কত





আর্তিভরে প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেন - "সেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গম।।" তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ। ইহাঁ লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া রথধবনি। তাঁহা পুস্পারণ্য, ভূঙ্গ-পিকনাদ শুনি।। ইহা রাজবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ। তাঁহা গোপগণ সঙ্গে মুরলীবদন।।ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন। সে-সুখ-সমুদ্রের ইহা নাহি এককন।। আমা লৈয়া পুনঃ লীলা কর 'বৃন্দাবনে'। তবে আমার মনবাঞ্জা হয় তো পুরণে।।" "অন্যের

'হাদয়' মন আমার মন 'বৃন্দাবন' মনে মনে এক করি জানি। তাঁহাঁ তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণকৃপা মানি।।"

নদী দেখলে প্রভুর মনে হয়-এই যমনা: সরোবর দেখলে মনে হয় - এই শ্যামকুণ্ড; বন দেখে মনে হয় - এই শ্রীবৃন্দাবন; পর্বত দর্শনে মনে হয় - এই গোবর্ধন। কেবল মনে হওয়া নয়; শ্রীরাধা এই সকল স্থলে যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তবিনোদন করতেন প্রভূও সেই ভাবে আবিস্ট হয়ে - নদীতে বা সমদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তেন যেন প্রিয়সখীদের সঙ্গে লয়ে প্রাণ বঁধয়ার সাথে জলকেলি করার জন্য। পর্বতের দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যেতেন গোবর্ধন-গিরিকন্দরে মদনমোহনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য: কন্টকের আঘাতে দেহ ক্ষত-বিক্ষত, রুধির ধারায় গৌর-অঙ্গ রঞ্জিত হয়ে যেত - প্রভূ অনুসন্ধানশূন্য। জোৎস্নাবতী রজনী। প্রভু সমুদ্রের দিকে যাচ্ছেন। পথে এক পুজ্পোদ্যান; বৃন্দাবন মনে করে প্রভু তাতে প্রবেশ করে প্রেমাবেশে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। রাসস্থলী হতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হলে যেরূপ আর্তি ও উৎকণ্ঠায় গোরীগণ প্রতি তরুলতার নিকটে কৃষ্ণের সন্ধান করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে। একে একে নানা বৃক্ষকে সম্বোধন করে প্রভু বলেছেন -"আম্র পনস পিয়াল জম্ব কোবিদার। তীর্থবাসী সভে - কর পর উপকার।। কৃষ্ণ - তোমার ইহাঁ আইলা-পাইলা দর্শন। কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন।" উত্তর পাননা। ভাবেন-"এসব পুরুষজাতি - কৃষ্ণের সখার সমান। এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায়।।" তখন তুলসী-আদিস্ত্রী-জাতীয় লতাকে জিজ্ঞাসা করেন-তুলসী, মালতী যুথি মাধবী মল্লিকে। তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে ? তুমি সব হও আমার সখীর সমান। কুষ্ণোদ্দেশ কহি সভে রাখহ পরাণ।।" উত্তর পান না: ভাবেন - "এ তো কফ্যদাসী. ভয়ে না কহে আমারে।।" তারপর মুগীদিগকে পুষ্পফলভারাবনত বক্ষাদিকেও ঐরূপ আর্তির সঙ্গে কুষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন।

রাধাপ্রেমের কি অদ্ভূত রীতি! বৃক্ষ, লতা, মৃগী-এসব যে কোনও কথার জবাব দিতে পারবে না, সেই খেয়াল প্রভুর নাই। থাকবেই বা কি করে?



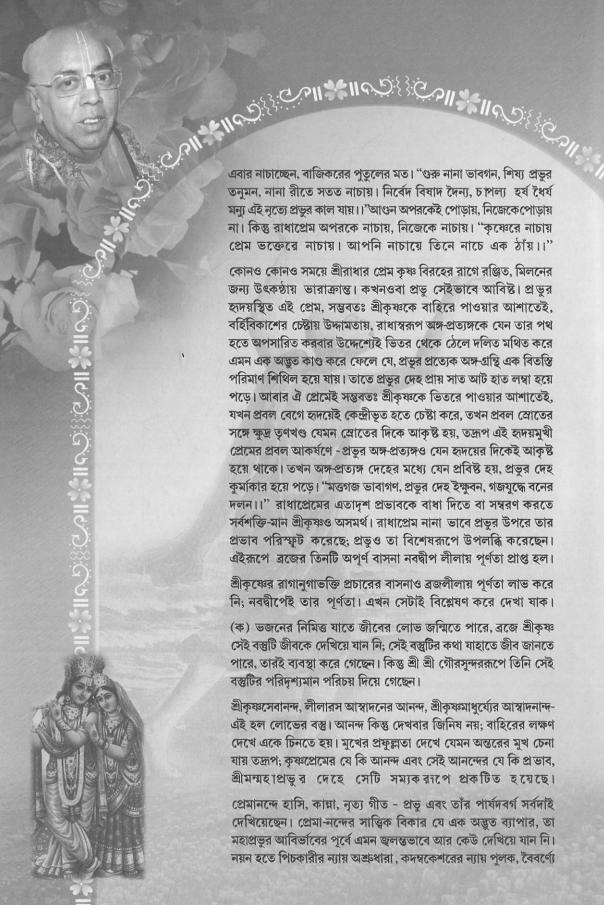
তাঁর সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ-সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-কৃষ্ণেতে কেন্দ্রীভূর্ত্ত অন্য বিষয়ে অনুসন্ধানের অবকাশ কোথায়? যাই হোক বুকফাটা আর্তির সঙ্গে বিলাপ করতে করতে প্রভু কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করে বনে ফিরছেন। অজ্ঞাতসারেই সমুদ্রের তীরে এসে উপস্থিত হলেন। প্রভু মনে করলেন- এই-ই যমুনা; তখন - দেহে - তাঁহা কৃষ্ণ হয় কদন্বের মূলে।। কোটি মন্মথ-মোহন মুরলীবদন। অপার সৌর্দ্দ্র হরে জগন্নেত্র-মন।। সৌন্দর্য দেখিতে ভুমে পড়ে মূর্ছা হঞা" সঙ্গীগণ অতি যত্নে মুর্ছাভঙ্গ করাইলেন। অর্ধবাহ্য দশা। সেই দশাতেই প্রলাপোক্তিতি সমস্ত প্রকাশ।

প্রভুর নীলাচললীলার শেষ বার বছর প্রায় নিরবিচ্ছিন্নভাবেই কৃষ্ণবিরহেস্ফুর্তিতেই অতিবাহিত হয়েছে। শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব-দর্শনে। এই
মত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে। নিরস্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ। শ্রমময়
চেষ্টা সদা-প্রলাপময় বাদ।। রোমকৃপে রক্তোদগাম, দন্ত সব হালে। ক্ষণে
অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে।। গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা লব।
ভিত্তে মুখ-শির ঘধে, ক্ষত হয় সব।" রাধাভাবাবিস্ট প্রভুর কৃষ্ণবিরহজনিত
আর্তি তাঁহার অসংখ্য প্রলাপোক্তিতে উদগীরিত হয়েছে। বস্তুতঃ কৃষ্ণবিরহও
একটি রস; ইহাও আস্বাদ্য। বিরহে "বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণ প্রেমার অদ্ভুত চরিত। এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত-ইক্ষু-চর্বন, মুখ জ্বলে
না যায় ত্যজন।। সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃতে
একত্র মিলন।।

কখনওবা "চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি, কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ। স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে গায় শুনে পরম আনন্দ।।" এইরূপে নানাভাবে প্রভু ব্রজের লীলারসমাধুর্য এবং শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন করে ব্রজের রসাস্বাদন বাসনার অপূর্ণতা নবদ্বীপ লীলায় পূর্ণ করলেন। রাধাপ্রেমের মহিমা জানবার জন্যও ব্রজে নন্দনন্দনের দুর্দমনীয় লালসা জন্মছিল। নবদ্বীপলীলায় তাঁর সেই বাসনা তৃপ্তিলাভ করেছে।

বজে শ্রীরাধা একসময়ে আক্ষেপ করে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন"মরিয়া হইব নন্দের নন্দন তোমারে করিব রাধা।" শ্রীরাধার মরা অবশ্য
হয় নাই, নন্দনন্দন হওয়াও হয় নাই; কিন্তু তাঁর অসাধারণ প্রেম যে নন্দনন্দনকে
রাধা' করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কি অদ্ভূত প্রভাব রাধাপ্রেমের। সর্বজ্ঞ
স্বয়ং ভগবানের পর্যন্ত আত্মবিস্মৃতি জন্মেছিল। আর সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের
নিজস্ব ভাবকে কোন গভীরতম প্রদেশে চেপে রেখে নিজেই তাঁর সমস্ত দেহ-মন-প্রাণের উপরে, সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের উপরে-নিজের সম্পূর্ণ অধিকার
স্থাপন করেন। এই অধিকারের বলেই রাধাপ্রেমে সর্বশক্তিমান স্বয়ং
ভগবানকে আপন-ভোলা করে গন্তীরার ভিত্তিতে নিজের দ্বারা নিজের মুখ
ঘষিয়ে ক্ষতবিক্ষত রক্তান্ত করে দিল।!

প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত রাজ্যের সকলকে যিনি নাচাচ্ছেন-কাকেওবা বহিরঙ্গা মায়াপাশে, কাকেওবা অন্তরঙ্গা যোগমায়া পাশে-রাধাপ্রেম স্বয়ং তাঁকেই ›› ﴿﴿﴿ الْمِالِيُونِ الْمِنْ ﴿ الْمِنْ ﴿ الْمِنْ ﴿ الْمِنْ ﴿ الْمِنْ ﴿ الْمِنْ ﴿ لَا الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْم



5.55 CO 11 1 110 CO 15 CO 11 1 10 CO 10 CO

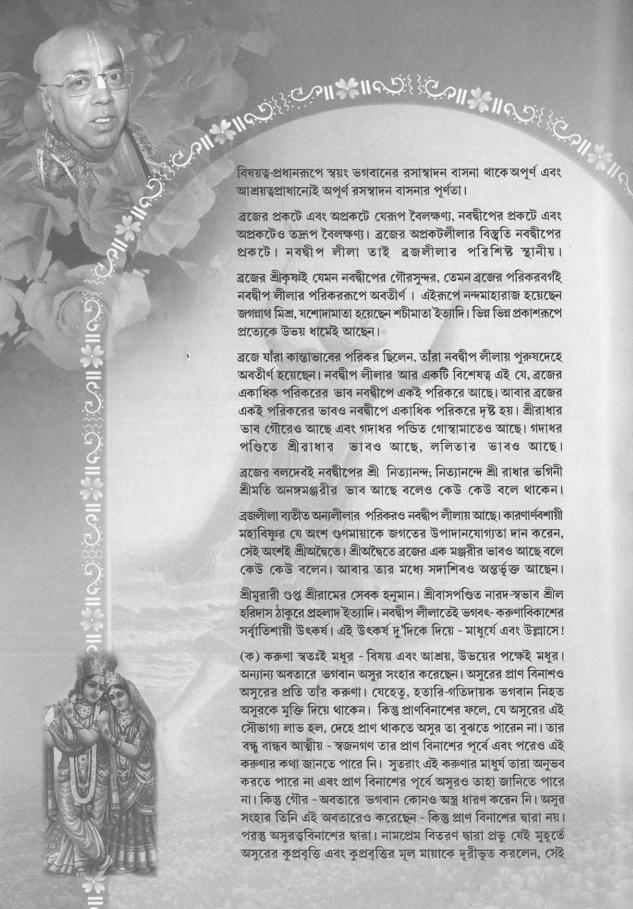
স্বর্ণোজ্জ্বল কান্তি মল্লিকাপুষ্পবৎ শুল্র হয়ে যাওয়া, কম্পে দন্তপঙক্তির হেলে যাওয়া-এসব আনন্দ-বিকার দেখিয়ে পরমলোভনীয় আনন্দবস্তুটির পরিচয় প্রভু দিয়ে গেছেন। "যদি গৌর না হত, কেমন ইইত, কেমনে ধরিতাম দে। রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা, জগতে জানাত কে।। মধুর বৃন্দাবিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার। বরজ-যুবতী-ভাবের ভকতি, শকতি হইত কার।।"

- (খ) "মন্মনা ভব মন্তক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু"। ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ রাগমার্গের ভজনের কেবল উপদেশ মাত্র দিয়ে গোছেন গীতায়। কিন্তু একটা সর্বচিত্তাকর্যক আদর্শের অভাবে তার অনুসরণে জীব ততটা প্রলুব্ধ হতে পারেন নি। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে ভজন করে এবং স্বীয় পার্যদবৃন্দের দ্বারা ভজন করিয়ে ভজনের একটা পরমোজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। অধিকন্ত স্বীয় পার্যদবৃন্দের দ্বারা দীক্ষাদি দান করে সেই আদর্শের সঙ্গে এবং পরিকর বৃন্দের সঙ্গেও পর বর্ত্তী কালের জীবের একটা সংযোগসূত্র প্রভু স্থাপন করে গেছেন। সেই সূত্রকে অবলম্বন করে বর্তমান কালের জীবও তাঁর চরণসমীপে পৌছবার সৌভাগ্য পেতে পারে।
- (গ) শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করে পরবর্তী কালের জীবের জন্য বিস্তৃত ভজন-প্রণালীর উপদেশও প্রভু কৃপা করে দিয়ে গেছেন। তাঁর পার্ষদবর্গের কৃপায় জীব সেগুলি এখন পেয়েছে।
- (ঘ) শ্রীকৃষ্ণরূপে দ্বাপরে তিনি ভজনের উপদেশ করেছেন ব্রজপ্রেম লাভ করার জন্য। কিন্তু ব্রজপ্রেম তিনি তখন জীবকে দেন নি। প্রেমলাভের উপায়টির কথামাত্র বলে গিয়েছেন। শ্রী শ্রী গৌরসুন্দররূপে তিনি যতদিন প্রকট ছিলেন, ততদিন-কোনওরূপ বিচার না করে আপামর-সাধারণকে ব্রজপ্রেমই দান করে গেছেন। করুণার অর্পূব বিকাশ। জীবের দিক বিচার করলে বুঝা যায়, এই অপূর্ব প্রেমভক্তি ধনটি দেবার জন্যই যেন তিনি কলিতে অবর্তীণ হয়েছিলেন। অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণযাবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়ি-তুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রেয়ম্।।" এইরূপে দেখা গেল, যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণব্রজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই সিদ্ধির আরম্ভ ব্রজে, কিন্তু সমুজ্জ্বল ও পূর্ণতা নবদ্বীপে।

পূর্বে বলা হয়েছে প্রকটলীলা হতেই অপ্রকটের পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লিখিত আলোচনা থেকে জানা গেল, প্রকট-নবদ্বীপে শ্রী শ্রী গৌরসুন্দর হলেন, 'রসরাজ মহাভার দুইয়ে একরূপ' অপ্রকট-নবদ্বীপেও তাহাই।

রাগমার্গের ভক্তিপ্রচার কেবল প্রকটলীলারই ব্যাপার; অপ্রকটলীলায় ভক্তি প্রচারের অবকাশ নাই; কারণ অপ্রকটধাম সাধনভূমিকা নয়, সমানে মায়াবদ্ধ সাধকজীবেরও অভাব।

প্রকট এবং অপ্রকট-এই উভয় ব্রজলীলাতেইব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের স্বমাধুর্যাদির আস্বাদন বাসনা তিনটি অপূর্ণ থাকে এবং প্রকট ও অপ্রকট এই উভয় নবদ্বীপ লীলাতেই তাঁর এই তিনটি বসনা পূর্ণ হতে পারে। সূতরাং



119.05 CO 11 1 119.05 CO 11 119.05 CO 119.01

মুহুর্তেই সেই অসুর হয়ে গেলেন কৃষ্ণপ্রেমোন্মন্ত মহাভাগবত। অসুরের প্রতি এই করুণার মাধুর্য কেবল যে অসুরই আস্বাদন করলেন তা নয় সেই মুহুর্তেই তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং অপরাপর জনসাধারণও করুণার এই আস্বাদন পেয়ে ধন্য হয়ে গেলেন। "রাম আদি-অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধ'রে অসুরেরে করিল সংহার। তবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারে না মারিল চিত্তশুদ্ধি করিল সভার।।" গৌর করুণার এই অসমোধর্ব মাধুর্য আপামর সাধারণকে তাঁর চরণের দিকে আকৃষ্ঠ করেছে।

(খ) গৌর অবতারই ভগবৎকরুণার সবতিশায়ী উল্লাস বা বিকাশ। তার প্রমাণ এই যে - অনাসঙ্গসাধনে যা কিছুতেই পাওয়া যায় না, সাসঙ্গসাধনেও যা সহজে পাওয়া যায় না, যে পর্যন্ত হৃদয়ে ভক্তি-মক্তি বাসনা থাকে. সে পর্যন্ত যা পাওয়া যায় না, কর্ম-যোগ-জ্ঞান-মার্গের সাধনেও যা পাওয়া যায় না-এতাদৃশ সুদূর্লভ প্রেমভক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভু যোগ্যতা-অযোগ্যতাদি সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার বিবেচনা না করেই যেখানে সেখানে যত্র তত্র দান করে গেছেন। গৌর-করুণার আর এক অপূর্ব বিকাশ দৃষ্ট হয় প্রভুর নাম বিতরণের ব্যাপারে। নাম চারি যগেই প্রচলিত। ঋগবেদে এবং শ্রুতিতেও নামমাহাত্মোর কথা এবং নাম-নামীর অভেদের কথা দৃষ্ট হয়। অন্যান্য যগেও যগাবতারাদি দ্বারা জীবের মধ্যে নাম বিতরিত হয়েছে। কিন্তু এই কলিয়গে ব্যতীত অন্য কোন সময়েই স্বয়ং ভগবান নিজে নামকীর্তন করে নিজে আস্বাদন ও বিতরণ করেননি। প্রেমঘন বিগ্রহ, মাধর্যঘন বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভর শ্রীমখ হতে উদগীর্ণ এই নাম, স্বভাবতঃ পরমমধুর হলেও একটা অপূর্ব অতিরিক্ত মাধর্যমণ্ডিত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। ক্ষীরের পিষ্টক স্বভাবতঃই মধর। তার ভিতরে যদি অমৃতের পুর দেওয়া যায়, তাহলে মাধুর্যের চমৎকারিতা অনেক বর্ধিত হয়। পরমমধুর নামের মধ্যে প্রেমামূতের পূর দিয়ে প্রভু এই নামের মাধুর্যচমৎকারিতা সর্বাতিশায়িরূপে বর্ধন করেছেন। গৌর করুণার এ এক অপূর্ব উল্লাস।

আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা নামের এই মাধুর্যের অনুভব পাইনা। পিন্তদগ্ধ ব্যক্তি মিশ্রীর মিস্টত্বন্ত অনুভব করতে পারে না। কিন্তু মিশ্রী খেতে খেতে যখন পিন্তদোষ চলে যায়, তখন সে আর মিশ্রী ছাড়তে পারে না। আমাদের চিন্তন্ত বহির্মুখতারূপে পিন্তদোষে দৃষিত। নামই তার জন্য ওয়ুধ। নাম করতে করতে যখন চিন্তের মলিনতা দূরীভূত হয়ে যাবে তখনই বোঝা যাবে, এই নাম-"আনন্দাস্থুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতা-স্বাদনং সর্বাত্মস্পনম্।" এবং তখনই বুঝা যাবে, দেবী পৌর্ণমাসী কেন বলেছিলেন-তুণ্ডে-তাগুবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলবধয়ে কর্ণক্রোড় কড়স্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বদেভ্যঃ স্প্হাম্।। চেতঃ প্রাঙ্গনসঙ্গীনি বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়ানাং কৃতিং নো জানে জনিতা কিয়ন্তিরম্তৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী।।"

উল্লাস শব্দের আর একটি অর্থ আছে- আনন্দের আতিশয্যজনিত উচ্ছাস। লোক যখন তার অভীষ্টকে আশাতিরিক্তরূপে পায়, তখনই তার উল্লাস জন্মে। ভগবৎকরুণাও গৌরের নিকট থেকে আশাতিরিক্ত অভীষ্ট একটা

SHAPING SESTING THE PROPERTY OF SECONDARY HOLD SESTIONS AND AND ASSESSIONS ASSESS

বস্তু পেয়েছে, তাই করুণার উল্লাস। ভগবৎ করুণা সর্বদাই যেন উদগ্রীব হয়ে থাকে- নির্বিচারে জীবকে কৃতার্থ করার জন্য। করুণা কোনওরূপ বিচারের পক্ষপাতী নয়। ন্যায়পরায়ণতাই বিচারের পক্ষপাতী। ভগবৎকরুণার এইরুপ প্রভাব হলেও তারও একটা অপেক্ষা আছে। ভগবানের ইচ্ছাশক্তির ইঙ্গিত পেলেই তিনি সেই ইঙ্গিতকে বাহন করে জীবের দিকে ছটতে পারেন। নবদ্বীপ লীলায় প্রভুর সঙ্কল্পই ছিল আপামর সাধারণকে কৃপা করা। এটাই করুণার অভীষ্ট। কিন্তু প্রভুর সঙ্কল্পের ব্যাপকতা আরও অনেক বেশী-আপামর সাধরণকে নির্বিচারে চরমতম ও পরমতম বস্তুটী দেওয়া, প্রেমভক্তি দেওয়া। এই সঙ্কল্পদারা প্রভ যেন করুণাকে বললেন-করুণা, আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে তোমার হাতে ছেডে দিলাম। যেখানে ইচ্ছা, যার নিকটে ইচ্ছা - তুমি আমাকে বিনামল্যেই বিলিয়ে দিতে পার। এবার তোমার অবাধ স্বাতন্ত্য। এই অবাধ স্বাতন্ত্র্য লাভ করে করুণার যেন আনন্দের আর সীমা রইল না। অন্যান্য লীলায় করুণা থাকে ভগবানের অধীন এবার ভগবান হলেন করুণার অধীন। তাই দেখা যাচ্ছে গৌরের অনুসন্ধান ব্যতীতও তাঁর কৃপ জীবকে কৃতার্থ করেছে, যেমন গোপীনাথ পট্টনায়ককে। তাই বলা হয় "এঐ দেখ চৈতন্যের কপা মহাবল। তাঁ অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল।।"

এই অবাধ স্বাতন্ত্র্য পেয়েই গৌর-করুণা প্রভুর প্রকটকালে প্রেমভক্তি দিয়ে সকলকে কৃতার্থ করেছেন এবং পরবর্তীকালের জীবের কল্যাণার্থে রায় রামানন্দ এবং শ্রীরূপ-সনাতনাদিকে উপলক্ষ্য করে রাধাভাবের নিবিড আবেশময় বিবিধ তত্ত্বকথা প্রকাশ করেছেন। গৌরের সর্বাতিশায়ী মাধর্য ''স জীয়াৎ কফটেতন্যঃ শ্রীর্থাগ্রে ননর্ত যঃ। যেনাসীৎ জগতাং চিত্রং জগন্নাথোহপি বিস্মিতঃ।।" এই শ্লোক থেকে জানা যায় রথের সম্মখে শ্রী শ্রী গৌরসুন্দর যে ভাবে নৃত্য করেছিলেন তা দেখে-রথযাত্রা উপলক্ষ্যে যত লোক শ্রীক্ষেত্রে সমবেত হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই বিস্মিত হয়েছিলেন। এমন কি স্বয়ং জগন্নাথও বিস্মিত হয়েছিলেন। এমন কি স্বয়ং জগন্নাথও বিশ্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু কেন? যা কখনও দেখা যায়নি. কিংবা যাঁর কথাও কখনও শুনা যায়নি, কি কল্পনাও করা যায়নি, এখন কোন ব্যাপার দেখলেই লোকের বিশ্ময় জন্মে। প্রভুর নৃত্যের মধ্যে এমন কি বস্তু ছিল, যা কখনও কেহ দেখেননি। পরবর্তী বর্ণনায় প্রভুর এই নৃত্যের সম্বন্ধে দুইটি বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় তাঁর অত্যদ্দণ্ড তাণ্ডব নত্য এবং তাঁর সাত্ত্বিক বিকারের অদ্ভত বিকাশ। নৃত্যকালে অতিদ্রুত ভ্রমণে একটী স্বর্ণবর্ণ চক্রের প্রতীতি জন্মাচ্ছে, উদ্দণ্ড নৃত্যে সসাগরা সহী টলমল করছে। কখনও তিনি অন্তত লম্ফে বহুদুর উদ্ধে উত্থিত হচ্ছেন, কখনও বা আছাড় খেয়ে ভূমিতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। এতে সকল লোকেরই বিস্ময় হওয়া সম্ভব। কেননা লোকসমাজে—ভক্ত—সমাজেও-এইরূপ নৃত্য কেহ কখনও দেখেননি। আবার, একই সময়ে অশ্রু - কল্প - পুলকাদি অস্ট্রসাত্ত্বিকের অদ্ভত বিকাশ-নয়ন হতে পিচকারীর ন্যায় জলের ধারা অতি জোরে বের হচ্ছে। আশেপাশের সমস্ত লোক ভিজে যাচ্ছেন। স্গৌর দেহ কখনও রক্তের ন্যায় লাল - কখনও বা মল্লিকাপুতেপর মত সাদা। গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেছে, রোমকৃপ ফোঁডার মত ফলে উঠেছে। দাঁতগুলি খট খট করে যেন ভেঙে



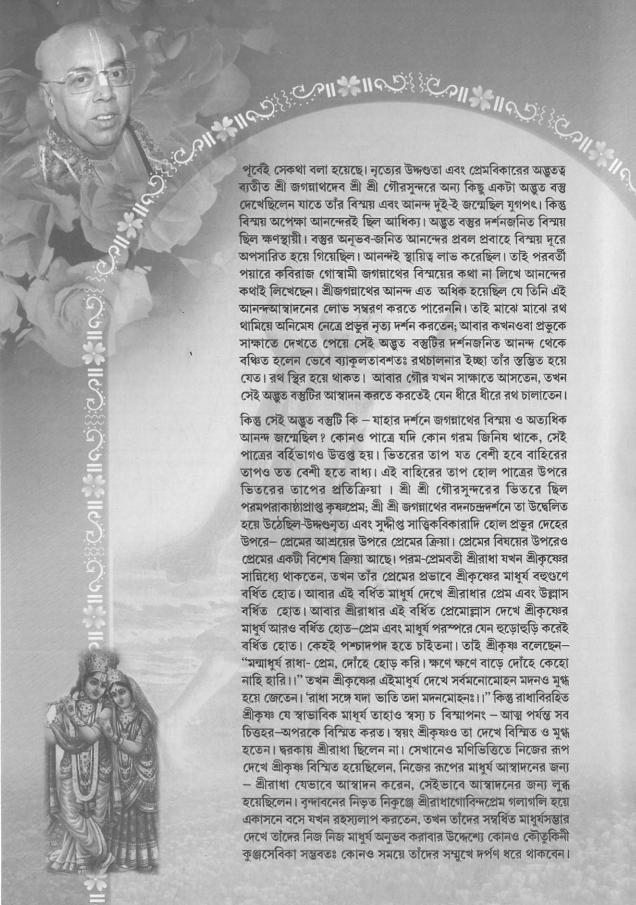
পড়বে মনে হচ্ছে। দেহের সমস্ত অংশ হতে তীব্রবেগে ঘাম ছুটছে সঙ্গে সঙ্গের ব্রক্তও বাহির হয়ে আসছে। স্পষ্ট করে কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারেন না - জগন্নাথ বলতে গিয়ে কেবল-জ-জ-গ-গই বলিতেছেন কখনও শুষ্ক কাষ্ঠমণ্ডের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে থাকেন - হস্ত পদাদি অচল, আবার কখনওবা শ্বাসপ্রস্থাসহীন ভাবে ভূমিতে পড়ে থাকেন-এমন সব অদ্ভুত বিকার। এতেও সমস্ত লোক বিশ্বিত হতে পারেন; কারণ, এরূপ বিকার কেহ কখনও দেখেন নি। দেখার কল্পনাও কেহ করিতে পারেন না। প্রভুর যখন সর্বপ্রথম শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করে প্রেমাবিস্ট হয়ে পড়েছিলেন, সার্বভৌম ভট্টাচার্যও তখন যে প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, সার্বভৌম ভট্টাচার্যও

হয়েছিলেন; প্রভুর দেহে তিনি তখন যে প্রেমবিকার দেখেছিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ সার্বভৌম শাস্ত্রে গ্রন্থে যে সমস্ত বিকারের কথা পড়েছিলেন কিন্তু কখনও

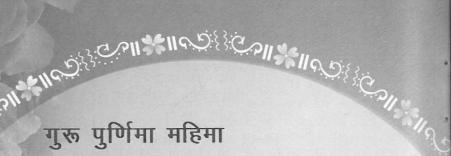
কাহারও মধ্যে সেরকর্ম দেখেন নি।

যাইহোক, প্রভুর উদ্ভূট নৃত্য এবং অদ্ভূত সাত্তিক বিকার দেখা তত্রতা লোকসকলের ন্যায় শ্রীজগন্নাথেরও কি বিস্ময় জন্মেছিল ? তিনি কি প্রভর স্বরূপ চিনতে পারেননি? না পেরে থাকলে অবশাই তাঁরও বিস্মিত হওয়ার সম্ভাবনা। তিনি প্রভুর স্বরূপতত্ত্ব জানিতেন কি না. সে সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ শ্রীগ্রন্তে পাওয়া যায় না। তবে একটা অনুমান করা চলে। শ্রী জগন্ধাথ হলেন দারকাবিহারী শ্রীকৃষ্ণ। প্রকট লীলায় রাসবিলাসী ব্রজেন্দ্রনন্দর্নই রাসাদি বিলাসের পরে ব্রজ থেকে মথুরা-দ্বারকায় গিয়েছিলেন। সতরাং প্রকট লীলায় দারকাবি হারী ব্রজবিলাসী ব্রজেন্দ্রনন্দন হলেও তাঁর মধ্যে ব্রজেন্দ্রনন্দ্রের ন্যায় প্রেমমগ্রত্ব বা নিজের স্বরূপজ্ঞানের প্রচ্ছন্নত্ব সমাক ছিল না। সতরাং তাঁ হার সর্বজ্ঞত্বও সম্যকরূপে প্রচ্ছন্ন ছিল না বলে অনুমান করা যায়। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে এও অনুমান করা যায় যে, তিনি শ্রী শ্রী গৌরসুন্দরের তত্ত্ব। শ্রী শ্রী গৌর যে রাধা-ভাবদ্যতিসবলিত শ্রীকষ্ণ. একথা তিনি জানতেন। তাই যদি হয় – তাহলে প্রভুর দেহে অদ্ভত সাত্তিকবিকার দেখে অন্যান্য লোকের ন্যায় তাঁরও বিস্ময়ের বিশেষ কারণ ছিল বলে মনে করা যায় না। তিনি দ্বারকাবিহারী হলেও প্রকটলীলায় দারকায় অবস্থান কালে ব্রজলীলার কথা তাঁর মনে পড়ত এবং স্বপ্লাদিতে 'রাধা' 'রাধা' বলে উঠতেন বলেও শোনা যায়। সূতরাং শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীদিগের সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকবিকার এবং রাসলীলার সর্বাতিশায়ী নত্য-কৌশলও তাঁর অবিদিত ছিল বলে মনে হয় না। পরবর্তী পয়ারসমতে মহাপ্রভর নৃত্য প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামী যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে সমবেত জনগণের বিস্ময়ের কথাই লিখেছেন. আর শ্রীজগন্নাথের অপার আনন্দের কথাই লিখেছেন- বিম্ময়ের কথা লেখেননি। কিন্তু প্রারম্ভ-শ্লোকে যে জগন্নাথের বিস্ময়ের কথা লিখেছেন, তাও মিথ্যা নয়। এর সমাধান বোধ হয় এইরূপ। প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য এবং অন্তত সাত্ত্বিকবিকার দেখে জনগণের আনন্দ অপেক্ষা বিস্ময়ই জন্মেছিল বেশী। তাঁদের এই বিশ্বায় বোধ হয় অধিকক্ষণ স্থায়িত্বও লাভ করেছিল। বিস্ময়ের আধিক্য ছিল বলেই কবিরাজ গোস্বামী তাঁদের কেবল বিস্ময়ের কথাই লিখেছেন। কিন্তু উক্ত নৃত্যে ও সাত্বিকবিকারে শ্রীজগন্নাথের বিস্ময়ের বিশেষ হেত্না থাকারই সম্ভবনা—

|| X || C



1190:83:00112 সেই দর্পণে নিজের রূপ দেখে শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ অবস্থা হয়েছিল তা তিনিই জানেন। সেই অবস্থার ফলেই বোধ হয় জগৎবাসী শ্রী শ্রীগৌরসন্দরকে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। যাই হোক, শ্রীরাধার সারিধ্যের নিবিডতা যত বেশী হবে, বোধ হয় শ্রীকফের মাধর্যও তত বেশী স্ফরিত হবে। শ্রী শ্রীরাধা-শ্যামসন্দরের সম্মিলিত বিগ্রহের এই নিবিডতা শ্রী শ্রী গৌরসন্দরে যত বেশী, তত বেশী ব্রজেও সম্ভব হয় নাই। ব্রজে শ্রীরাধার অভিলাষ হয়েছিল- নিজের প্রতি অঙ্গের দারা শ্রীকফের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করতে। "প্রতি অঙ্গ লাগি মোর প্রতি অঙ্গ জড়ে।" কিন্তু ব্রজে তাঁর এই অভিলায় পর্ণ হয়নি। নবদ্বীপ লীলায় নবগোরোচনা-গৌরী যেন প্রেমে গলে নিজের প্রতি অঙ্গের দ্বারা স্বীয় প্রাণবল্লভের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গনে আবত করে স্বীয় চিত্তের প্রেমপরাকাষ্ঠাদ্বারা প্রাণবঁধয়ার চিত্তকে সমাকরূপে অনরঞ্জিত ও करत भागम्बदक भीत्रमुख्य माजिएसर्छन। শ্রী শ্রীগৌরসন্দরে শ্রীকফের মাধর্য আছে, শ্রীরাধার মাধর্য আছে। উভয়ের নিবিডতম সানিধাবশতঃ হুডোহুডি করে উত্তরোত্তর বর্ধমান উভয়ের সন্মিলিত মাধুর্যের অনির্বচনীয় সর্বাতিশায়ীত্ব আছে। এই সর্বাতিশায়ী মাধুর্যের অনুভবজনিত যে আনন্দ, তাই নবদ্বীপ লীলাতেই সর্বাতিশায়ী। ব্রজেও বেগধহয় ইহা অপরিচিত ছিল। তার সাক্ষী ভাগ্যবান রায় রামানন্দ। তিনি প্রথমে সন্ম্যাসী গৌরকে দেখলেন। দেখে তাঁর আনন্দও হয়েছিল অপার। কিন্তু সেই আনন্দে তিনি মূর্ছিত হননি। তারপরে সন্ম্যাসীরূপের পরিবর্তে দ্বিভুজ-মুরলীধর-নবকিশোর-নটবর শ্যামসুন্দরকে দেখলেন। আনন্দিতও হলেন কিন্তু সেই আনন্দেও তিনি মূর্ছিত হলেন না। এরপর সেই শ্যামসন্দরের সাক্ষাতে কাঞ্চনপঞ্চালিকাতুল্য ভানুনন্দিনীকেও দেখলেন এবং তাঁর গৌরকান্তিচ্ছটায় শ্যামসুন্দরের সমস্ত শ্যাম অঙ্গকে গৌরবর্ণ হতে দেখলেন। এতেও তাঁর প্রভূত আনন্দ হল। কিন্তু তবু তিনি মুর্চ্ছিত হননি। এর পর প্রভূ কুপা করে যখন রাম রায়কে নিজের স্বরূপ-রসরাজ-মহাভাব দয়ে একরূপ-দেখালেন, আনন্দাধিক্যে রায় মুর্ছিত হয়ে পড়লেন। এই রসরাজ মহাভাবের মিলিতস্বরূপই গৌরে প্রকৃত স্বরূপ। রথাগ্রে নৃত্যকালে শ্রী শ্রী জগন্নাথ বোধ হয় এই রূপেরই দর্শন পেয়ে ছিলেন ও বিস্মিত হয়েছিলেন: কারণ তা ছিল দারকাবিহারী জগন্নাথের অপরিচিত। এই রূপ এবং রূপের সর্বাতিশায়ী মাধুর্যের অনুভবে তাঁর এক অনির্বচনীয় আনন্দ জন্মেছিল - যার লোভ তিনি সম্বরণ করতে পারেননি – লোভাতুর হয়ে স্বয়ং স্বমাধুর্য আস্বাদন করেছেন। রায় রামানন্দ ছিলেন ব্রজের বিশাখাসখী। যারা দ্বারা মাধুর্যের পূর্ণতম অনুভব ও আস্বাদন সম্ভব হতে পারে. প্রেমের সেই চরমতম পরিণতি মাদনাখা মহাভাব তাঁর মধ্যে ছিল না। তথাপি তিনি রসরাজ-মহাভাব দু'য়ে একরূপের মাধুর্য দেখে আনন্দাধিক্যে মুর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। আর যিনি সেই মাদনাখ্য-মহাভাবের পূর্ণতম ভাণ্ডারকেই নিজস্ব করে গৌররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন: সেই ভাবের পূর্ণতম উল্লাসের সময় তিনি যদি একবার স্ব-স্বরূপের রূপ দেখতে পেতেন, তাহলে তাঁর কি অবস্থা হোত তা তিনিই বলতে পারতেন। ভাবাবেশে প্রভুর কুর্মাকার ধারণ, হস্ত পদের গ্রন্থিসমূহের প্রত্যেকের বিতন্তি পরিমাণ শৈথিলাস্বীয় মাধুর্য অনুভবের ফল কিনা-কে বলতে পারে?



आषाढ मास की पवित्र पुर्णिमा के दिन वेद-पुराण श्रीमद भगवद् गीता तथा महाभारत महाकाव्य जैसे महान ग्रंथों के रचियता भगवान वेदव्यासजी का अवतरण हुआ था जो विष्णुजी के 24 अवतारों में से एक है इनको कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है।

श्री वेदव्यास जी ने मानव-कल्याण एवं आत्म उद्धार के लिये अनेक ग्रंथों की रचना की । जिनमें स्पष्ट किया कि आत्मा स्वरूप में स्थित होना ही मानव शरीर का घर्म है । आत्मा परमात्मा से मिल कर जीवन मृत्यू के चक्र से छूठ जाये। गुरू वही है जो अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाये। भगवान वेदव्यास जी ने अज्ञानता के गर्त से निकालकर मानव के आत्म कल्याण का मार्ग प्रसस्त किया है अतः भगवान वेदव्यास ही वह उत्तम गुरू है। जिनका देवताओं द्वारा पवित्र गुरू पुर्णिमा पर गुरू-पूजन किया गया। तभी से गुरू पूर्णिमा तथा गुरू परम्परा का विकास हुआ। आज भी आत्मा कल्याण हेत् वेद-पुराण, गीता, महाभारत आदि का पाठ या प्रवचन करते हैं । उसके आसन को व्यास पीठ के नाम से पुकारा जाता है। पवित्र गुरू पुर्णिमा पर्व भगवान वेदव्यास जी का सम्मान देने व उनकी रमृति के रूप में मनाया जाता है।

इस पावन पर्व पर शिष्य अपने-अपने गुरूजी की चरण वंदना करके आशीवाद प्राप्त करते हैं। गुरूजी साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं। उनकी सेवा पूजा कर शिष्य आत्म साक्षातकार का आर्शिवाद प्राप्त करता है। कलयुग में मात्र गुरू की सेवा जीव के आत्म कल्याण में सक्षम हैं। अतः जो शिष्य भावना से श्री श्री गुरूजी की सेवा करते हैं उनपर सदैव ही गुरू कृपा बरसती रहती

ग्रूप्णिमा ग्रूचरणों की कृपा छाया रूपी अमृत वर्षा और अनुभूति का पर्व है। इस पावन पर्व पर हम श्री श्री 108 त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमत भिवत सेवा तिर्थ गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में शत शत प्रणाम करते हैं।



The journey just began with Baba

Rajiv

I am may be one of the 'newest' (if I may use the word) devotees to be blessed by Baba. I had been going to Baba in the Jodhpur Park, Kolkata Ashram occasionally during the past two years, having been introduced by Maj and Mrs. Jena. I would get a lot of inner peace just watching Baba's radiant face, towering personality and the calm and divine atmosphere around Him. He would be attending a large number of telephone calls, remembering each devotee, at the same time blessing the devotees visiting the ashram. At times He would go into a trance into a world of His own, bringing peace and serenity to all devotees present. At times, the atmosphere would be spiritually lit by Baul Kirtans.

It was on 22 Mar 04, after I received Diksha from Baba, that He gave me an invitation card for celebrations at Navadwip for the birth anniversaries of Sri Chaitanya Mahaprabu and His Holiness Om Vishnupad 108 Tridandi Swami Sri Srimat Bhakti Shravan Tirtha Goswami Maharaj (affectionately called Baba by us, devotees). Even before I had left Baba's room at the Jodhpur ashram, I had decided I would go to Navadwip. Later, Col Senroy, my guru brother, asked me to help him with the security arrangements at Navadwip. I considered myself very fortunate to have got an opportunity to serve the Baba. 10 of his security men and I, boarded the train to Navadwip on 04 Mar 04. Since that memorable day, certain experiences have had an indelible impact on my mind. I mention only a few out of them.

Respect for all

As soon as we reached Navadwip, the assistant security officer (a naval ex-serviceman) and I went to Baba. After his darshan, as we waited for a vehicle, the ex-serviceman, Baba's driver and I went to have tea at a tea stall outside where Baba was staying. Just then a man with ruffled hair, torn clothes, unkempt beard and who appeared intoxicated came near the tea stall shouting, "I want to meet Baba! Where is Baba? I want to meet him!!!" I told him "You are drunk. Move on. Go from here". The lady making tea told me very politely "Don't say anything to him. He is Baba's devotee. He has lost his son and become mad. Let him be. He is also a human being". Baba's driver also politely told him to move on. After return from Navadwip, when I read the Bhagavat Gita and Sri Chaitanya Bhagavata (both for



WITH BEST COMPLIMENTS FROM



DEY'S MEDICAL (U.P.) PRIVATE LIMITED

Manufacturers of

DRUGS AND COSMETICS

Registered Office
2/B, Beli Road, Allahabad 211 002

Factory
Karchana, Allahabad 211 010

Administrative Office
17, Collin Lane, Kolkata- 700 016

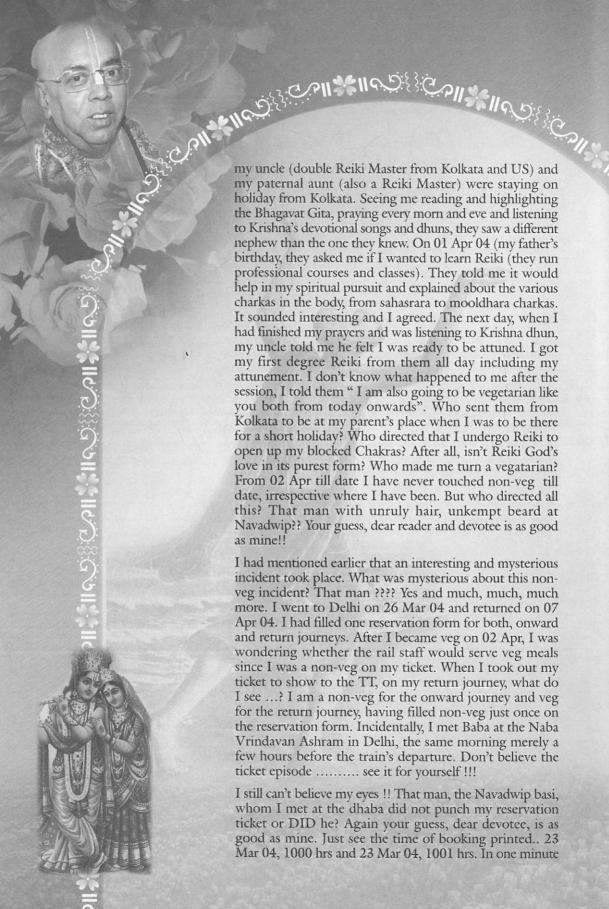
the first time), I understood what that lady at the tea stall had told me. "He is in the mode of ignorance and you should respect the Supersoul in him, which is there in all of us". What an egocentric fool I had been and wasn't I too in the mode of ignorance????

Since the day, whether I address a beggar, coolie, taxi driver, my juniors or seniors at work, I am always reminded of the Supersoul in them.

About meat eating and vegetarianism

Another interesting and rather mysterious incident took place on 06 Mar 04. After the divine birthdays celebration with Mahaabhikaran, Kirtan and Arti, all the devotees lined up in a rather long single line to seek Baba's blessing individually. I was helping on the stage in managing the smooth flow of the devotees past Baba. It was almost 2.45 pm when only the last few devotees were left to do Pranam to Baba. The next programme was scheduled for 4 pm in the mandir (3 km from the present location). Since I had to oversee the deployment of the security men and coordinate between the various agencies as briefed by Mr. Sarveshwar. also my guru brother, I took leave from Baba who directed me to go to oversee the arrangements. As soon as I came down from the stage where Baba was sitting, a devotee of the Baba told me "Have the Mahaprasad, which will be served soon, and go. It is the most special prasad of the five days celebrations." I told him that I had to go to my room, have a bath and change and return to the mandir by 3.30 PM since the next programme was to start at 4 PM and I moved out. Very close by, I found a Dhaba and ordered half a plate of chicken curry and two rotis. As soon as I sat down to eat, again a man with ruffled hair and unkempt beard appeared from nowhere (not the same one I met two days ago at the tea stall) and sat on the table across me. He told me "At least take off the badge with Baba's picture from your shirt pocket before eating nonveg." I told him that Baba was in my heart and Baba doesn't stop anyone from eating non-veg. The man mystically and silently got up and went away. After returning from Navadwip having read the various aspects of meat eating from various books and scriptures, the man's face would come before my eyes everytime I ate non veg (been eating 5-6 days a week ever since I can remember). The man telling me to remove Baba's photo would constantly prick my conscience, since I felt Baba within me.

I went to Delhi on 26 Mar 04 to my parent's place, where

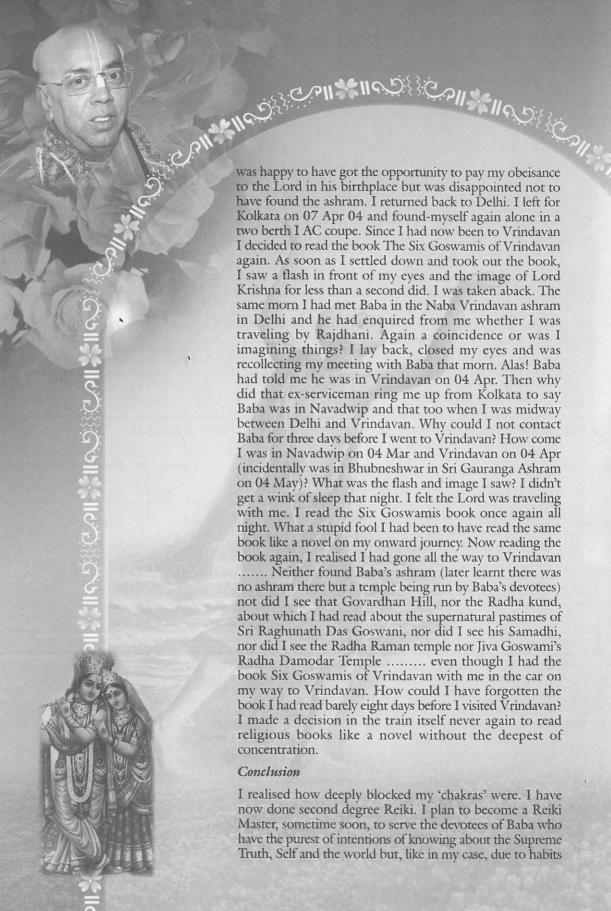


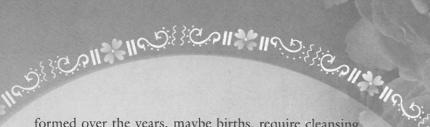
(as per the rail reservation employee) I became a veg from 47 yrs of non-veg. Jai Nimai, Jai Nitai, Jai Baba!!! Also the date of return journey, 07 Apr 04... I returned from Navadwip to Kolkata on 07 Mar 04. Again a coincidence

Reading religious matters

??? Joi Navadwip!!!

One more episode for this article ... I could just go on and on with my coincidences and lessons learnt, since the time I got diksha from Baba. Having read the Bhagavat Gita on return form Navadwip, I had been asking my guru brother, Col Senroy for the book he had on Sri Chaitanya Mahaprabhu, so that I could read it in Delhi. I finally got two books from him, merely half an hour before I left home, Sri Chaitanya Bhagavata and the Six Goswamis of Vrindavan. In the train, I was alone in a two-berth I AC coupe. I decided to read the book the Six Goswamis of Vrindavan as soon as the train trudged out of Kolkata. I lay on my berth and read the book like a novel, smoking a cigarette intermittently. After finishing the book, I had an intense desire to go to Vrindavan (had never been there before). I had learnt Baba was in Delhi and I tried contacting Him for three days, numerous times on the landlines and the mobile but in vain not did I know where the ashram was in Delhi. I planned to go to Vrindavan on 02 Apr, got postponed to 03 Apr and finally was on my way, with my father, on 04 Apr (in hindsight again a coincidence... I was on my way to Navadwip on 04 Mar and now to Vrindavan on 04 Apr). On the way I was listening to a cassette "The problems of modern man - spiritual wisdom, the only redress" This is a compilation of 7 discourses based on Bhagavat Gita and Yoga Vashistha. I had the book the Six Goswamis of Vrindavan with me in the car. I was thinking of Baba, listening to the discourse and planned to go to the Sri Gauranga Ashram at Vrindavan, I had read about behind the invitation car for Navadwip. When half way between Delhi and Vrindavan, I got a call from Kolkata on my cell phone from the ex-serviceman who was with me at Navadwip. He told me "Baba is in Navadwip and I want to go there, will you come with me?" He said something about blessing, kopal etc (I couldn't make out what exactly he said since I was in a running car). I told him that I was in Delhi and would be returning after three days. In Vrindavan I attended the noon arti at the ISKON temple and went about looking for Sri Gauranga Ashram. I went upto 3 km on either side of the ISKON temple and asked a lot of locals including STD booths but in vain. I





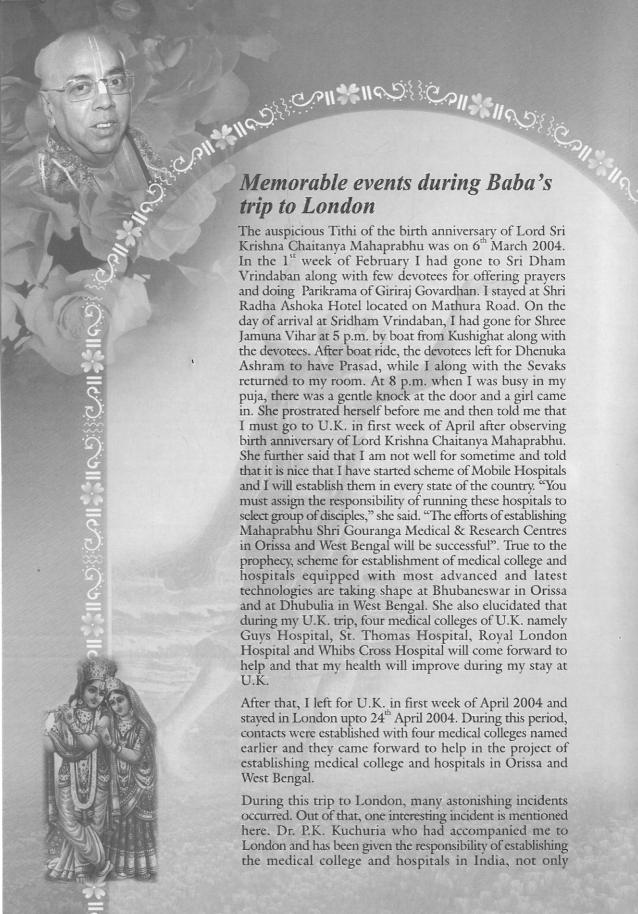
formed over the years, maybe births, require cleansing, deep cleansing, deep cleansing!!!! After all, God is the source of the cosmic energy Reiki and we are only the channels.

In conclusion, Baba is the awakened God, awakening the sleeping God in this devotee. A lit candle can light many, many, many more candles. A matchstick or matchbox cannot light a single candle till struck and lit. Guru not only means 'remover of darkness'. In Sanskrit, Guru also means enormously BIG. Yes, BIG! He is immeasurable, beyond comprehension. It is said Divine is impersonal. Baba is, both, Divine and Personal.

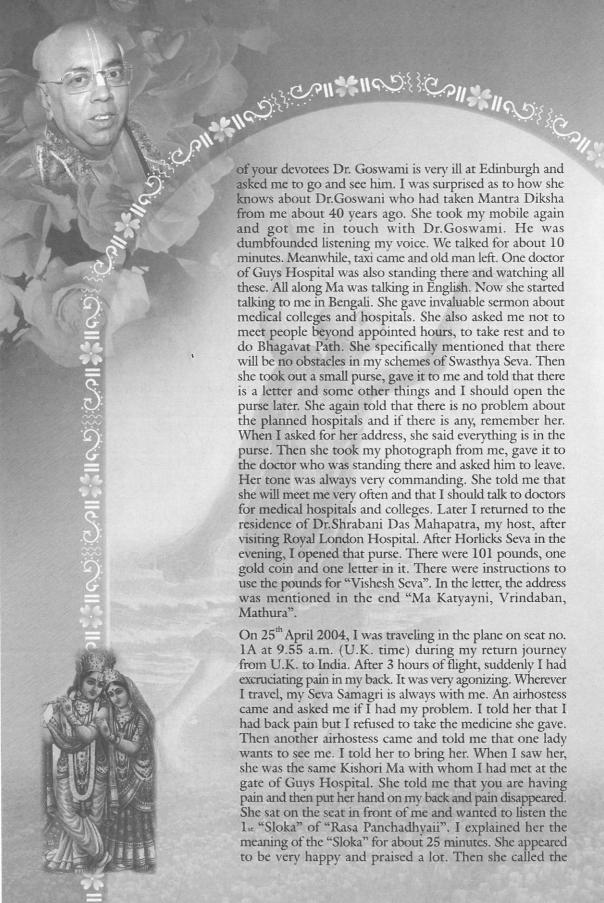
I only pray, the journey just begun with Baba, continues forever, from this birth to eternity, until the time I am one with Him, our Baba.

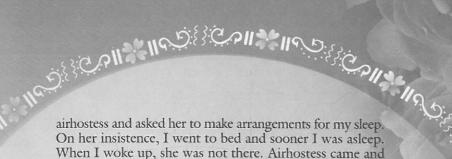
The end of a hunt the beginning of a March.... with Baba's Kripa!!!





successfully established contacts with the above named medical colleges at U.K. but also arranged my visit to these institutions to enable me to see the latest equipments and techniques in medical science. The courteous behaviour of the doctors there and modern system of medicine was very impressive. During this time one special incident took place during my visit to Guys Hospital. Among many famous doctors of this hospital, one name worth mentioning is of Dr. Prakar Das Gupta, a specialist of international repute and head of Urology department. His surgical technique by using robots was very impressive and I am determined to bring this technology in the medical colleges here. After visiting different departments of this hospital, we got tired by 4 p.m. Dr.Das Gupta told that Baba had not taken anything since morning and now he must take rest and return. Then it was decided that I must visit Royal London College where some eminent doctors were waiting for me and then I should return. Now Dr. Kuchuria tried to contact the driver of my car from his mobile phone but was unable to contact him. Dr. Das Gupta and others also joined in locating the driver but in vain. We all came to main entrance of Guys Hospital but driver was not traceable. However, a strange thing happened. At a little distance from the gate, one elderly gentleman was continuously smoking cigarettes and had tears in his eyes. A young girl was also there, continuously gazing at me. I put my hand on the back of that elderly gentleman and asked why he had tears in his eyes and why was he smoking like an engine? Then the old man stood up and told me that the reason for his sorrow was the cruel behaviour of his sons and daughters who had hurt him and leaving him they had gone to Scotland. While saying this, he broke down and started crying. Then he said that he did not have money to go back to his house and was absolutely penniless. Now the young girl attired like an Australian (henceforth regarded as Kishori Ma or Ma) came forward and asked the old man in English how many pounds he needed. The old man asked for 10 pounds. Kishori Ma gave 30 pounds to me and commanded me to give this money to the old man. I told her that I have 30 pounds but she told me to keep my money and insisted that I give the money given by her to the old man. Kishori Ma asked the old man to do "Pranam" to me. Since he did not know how to do "Pranam", she demonstrated and old man bowed his head and touched my feet. Then the old man asked for a taxi. Kishori Ma took my mobile, dialed certain number and told the old man that taxi is coming to take him to his house. Kishori Ma then told me that one





told me that Ma had conveyed for me that she will meet again, that I should not worry and continue to serve her.

(To be continued...)

Hriday Chaitanya



PII SKIIC



"Spiritual bliss eludes me ...but unknowingly most of the time I am in it!"

Indraneel Mukherjee

Hello friends, devotees and disciples – I am yet another avowed disciple of our dear and beloved Baba, who's blessed by His Divine Grace. How I stand blessed is what I have tried to write in this article. An article which I have been inspired and goaded to write by devotees Shankariji and Vinod Karkiji both of whom I have just met, but I was 'at home' with them, as soon as I met them! I have a few thoughts which I wish to articulate over here and hope you'll be making an effort to read it till the end! It is based on my recent experiences with Baba and what all that I strongly feel about Him!

"Aaiye Haath Uthayen Hum Bhi", ask not what Baba can give you, ask yourself what you can do to bring back the glory of this country which through Baba it is possible! But 'juxtaposed' to this thought we are all being greedy'n small; we are constantly seeking Baba for personal health and welfare. Come on bring your hands; lift it up and say I am there to support the cause of "Upliftment India"! Let us keep Baba in the centre of the movement and take His blessings and show our love for Him by working for this cause and not by asking for any personal favours unless otherwise absolutely necessary!

It reminds me of Rabindranath Tagore who wrote in one of his songs:

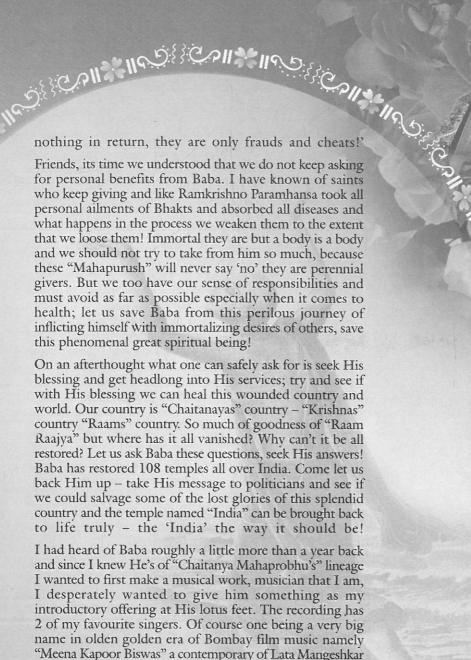
"Kaino cheya acho go Maa? Mukho paaney - Kaino cheye aacho go Maa?

Aeyra chaahena tomaaray chaahena re, Aapono maayere naahee jaane

Aeyra tomaiye kichu debena debena, Miththa kawhe shudhu kawthoki bhannay

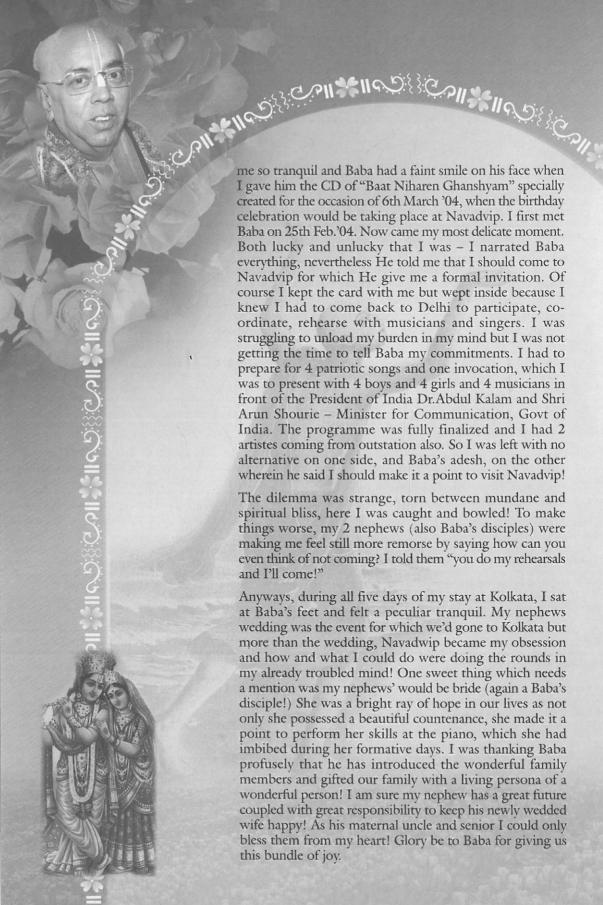
Kaino cheya acho go Maa? Mukho paaney - Kaino cheye aacho go Maa?"

Tagore asks (the motherland) 'O Mother what are you looking up to your sons' faces for? It is useless, they are just hypocrites, they know not what they do, they cheat their own mother; they shan't give anything to you; they are only interested in more 'n more 'n more, their greed will never end! They'd take every thing from you and give



I had heard of Baba roughly a little more than a year back and since I knew He's of "Chaitanya Mahaprobhu's" lineage I wanted to first make a musical work, musician that I am, I desperately wanted to give him something as my introductory offering at His lotus feet. The recording has 2 of my favourite singers. Of course one being a very big name in olden golden era of Bombay film music namely "Meena Kapoor Biswas" a contemporary of Lata Mangeshkar and wife of the Great legendary composer Anil Biswas! And the other Mohona, who sang 3 songs in my first offering to Baba. I just met Him at Kolkata. My 2 nephews told me that I could go to the Kolkata airport to receive him but fate ordained otherwise; both the children cut a sorry figure as they had Baba's personal cell but not the presence of mind to find out, what time and flight he was actually coming in!

Anyway it was a sad picture of these boy's – who were also feeling bad at their goof up! However things partially changed and at last my meeting and touching his feet made

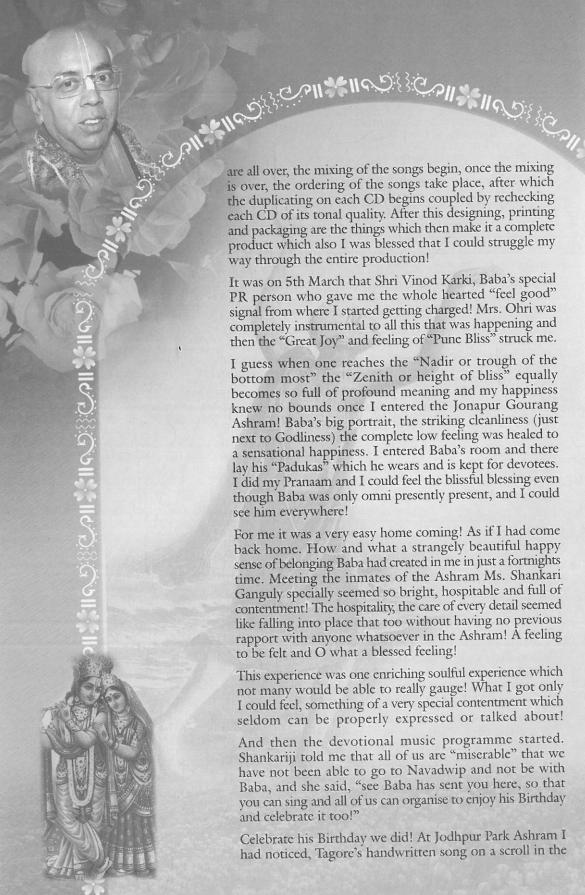


Back to Delhi: On 1st March '04 began my hectic schedules of finalizing how, what and who of participants, and fine tuning for the function on 9th March '04. Any programme involving the protocol of the President meant so many details had to be looked into. Meetings, song selects, their notations, musicians, lyrics practices all on. At the back of the mind a constant reminder of "Navadwip" and 5th and 6th March celebration and Baba kept tugging at my heart! Suddenly on 3rd evening I got a call from the events manager, that the Vigyan Bhavan function for 9th with Rashtrapatiji stood postponed till 10th July '04 and was called off due to election code of conduct, Shri Shourie the Minister of Communication cannot share stage with the President of India! (I thought to myself was this somekind of an "Alaoukik Ghatna" or am I hearing correctly what the event manager said!)

However, my immediate reflex triggered me to get my tickets to Kolkata for the 5th with a return on 7th (as my son's exams were also on) and his mother was to attend the marriage at Kolkata. I requested but I could not manage the Apex air fare to Kolkata and going by the regular was too much of a strain on my fiscal crunch which was already burning a hole in my pocket!

Thoroughly frustrated, I called one of Baba's devotees, Mrs. Ohri, who also is my son's class teacher in school. I narrated everything like a school boy to her and said I was feeling rather miserable and how the programme stood postponed! I could not manage the air tickets, and I didn't know what to do, and I had no idea what was to happen at the Delhi Jonapur Ashram of Baba. And then I learnt there was a get together on the day to celebrate Baba's birthday!

I immediately said that it would be my privilege to sing at the ashram on the day and also give a small offering of 50 CD's to the ashram of my recently recorded Krishna Bhajans which I talked of earlier in this article; and I also suggested that the fiscal collection from these CD's were to go entirely to the Ashram! Whatever humble beginning I could, I offered! Ofcourse here I wish to add a little that, 50 CD's in itself is not very big, but the entire action and work that goes behind has been offered at Baba's feet which includes noting of songs and its notations, recording of complete musical works in 24 digital separate tracks, getting all musicians together, rehearsing and making musical pieces, getting entire rhythm tracks together. After synchronising all these tracks the songs are rendered and after recordings



are all over, the mixing of the songs begin, once the mixing is over, the ordering of the songs take place, after which the duplicating on each CD begins coupled by rechecking each CD of its tonal quality. After this designing, printing and packaging are the things which then make it a complete product which also I was blessed that I could struggle my way through the entire production!

It was on 5th March that Shri Vinod Karki, Baba's special PR person who gave me the whole hearted "feel good" signal from where I started getting charged! Mrs. Ohri was completely instrumental to all this that was happening and then the "Great Joy" and feeling of "Pune Bliss" struck me.

I guess when one reaches the "Nadir or trough of the bottom most" the "Zenith or height of bliss" equally becomes so full of profound meaning and my happiness knew no bounds once I entered the Jonapur Gourang Ashram! Baba's big portrait, the striking cleanliness (just next to Godliness) the complete low feeling was healed to a sensational happiness. I entered Baba's room and there lay his "Padukas" which he wears and is kept for devotees. I did my Pranaam and I could feel the blissful blessing even though Baba was only omni presently present, and I could see him everywhere!

For me it was a very easy home coming! As if I had come back home. How and what a strangely beautiful happy sense of belonging Baba had created in me in just a fortnights time. Meeting the inmates of the Ashram Ms. Shankari Ganguly specially seemed so bright, hospitable and full of contentment! The hospitality, the care of every detail seemed like falling into place that too without having no previous rapport with anyone whatsoever in the Ashram! A feeling to be felt and O what a blessed feeling!

This experience was one enriching soulful experience which not many would be able to really gauge! What I got only I could feel, something of a very special contentment which seldom can be properly expressed or talked about!

And then the devotional music programme started. Shankariji told me that all of us are "miserable" that we have not been able to go to Navadwip and not be with Baba, and she said, "see Baba has sent you here, so that you can sing and all of us can organise to enjoy his Birthday and celebrate it too!"

Celebrate his Birthday we did! At Jodhpur Park Ashram I had noticed, Tagore's handwritten song on a scroll in the wall and had read the song. I sang that with all my mind and heart and meant Baba to hear it when I cried "aami shudhu taari maatir prodeep, jalaao taahaar shikha"! (I am your earthen pot light, burn me bright, I am here at your service)!

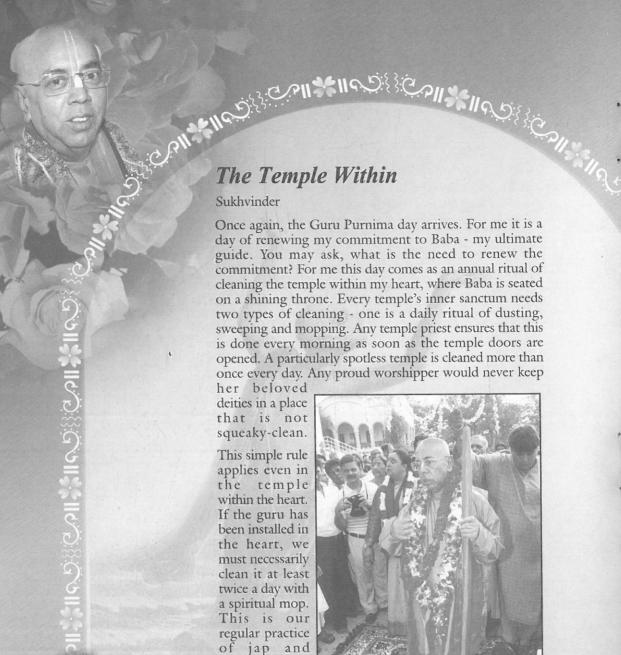
At last I found my place where every bit of all, all my prayers were heard. Heard by Krishno, Radha, devotees and the environs. Baba was quietly pulling the strings of my heart and I was singing to the glory of the Gourango Ashram. A few days back (29th Feb'04 to be exact) I had taken "Diksha" from Baba while returning in a taxi I smudged some colour which was used by the taxi owner as a morning religious ritual on his car that he does as it seemed. The colour was "Gayruah" so the saffron touched me unknowingly! My pant and my hands both, had strange touches of the besmeared colour. Yes, strange things are indeed happening; I am seemingly part of a very big and blissful family, I am privileged and overjoyed, the feeling of dancing in bliss sweeps all over me and makes me profoundly joyful!

Yes I did feel like having crossed the dreary deserty wasteland and without a shade and here I was in the home and shelter of my Father. A wonderful sense of belonging! Let us all get together and give this home all that we can with all our might so that this home becomes an exemplary home and a beacon. From here may we light up millions of hearts of destitutes, old and alleviate the sufferings of thousands and give Baba all we could offer to bring in the most beautiful, bountiful morning for all of us!

They say "I could have danced all night", we say "I could have cried all night", yes, tears of joy could flow to wash off the minds' gloom. I could have wept my way to ecstasy and that's precisely what I did. Mrs. Ohri concluded by saying into my ears, "the devotional music, the ambience and Baba's presence even in his absence all added up to make a heaven at the ashram on 6th March '04 evening and nothing less than that! All the Elusive bliss was mine on that day, I am grateful for this unbridled Joy of God's Love!



١٥٥٥ كالمالية المنافق المنافق



meditation on our Guru. If we are able to perform it with reverence, every

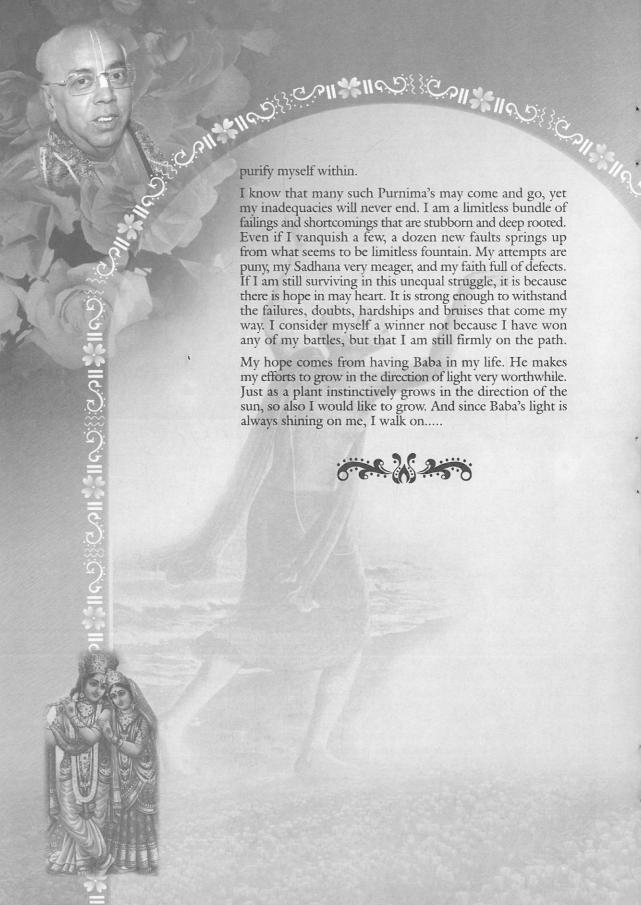
morning and evening, then the temple will be spotless, a fit place for Baba's residence. Those with a little more ambition and aesthetic sense would perhaps even lay a beautiful garden around the temple, and plant fragrant flowers, and fruitbearing tress, which could be used as offerings at His feet. This of course requires more spiritual investment, in terms of imagination and feelings. If one possesses more riches, like visual imagery and deep emotions, one could make

3:8:00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

Him a throne in gold studded with precious jewels, and the temple of the finest marble. Then one would imagine an architectural marvel of a kind that even puts the Taj Mahal to shame. As you can see, the larger the spiritual investment, the more beautiful Baba's temple within our hearts. Of course, we must be ready and willing to take great care to maintain the temple in an impeccable conditions every day. If a devotee is willing to spend time daily, lovingly taking care of the temple, he or she can spend delightful hours in spiritual endeavour. As an aspirant is using only her imagination, it appears relatively simple, but a practitioner will know that it is not so.



This brings me to the annual ritual of deeper cleansing which I associate with Guru Purnima. It is for me a day to relook at my commitments, to make new pledges, and to acknowledge my failings (of which there are plenty). It is a day of major renewal, repair and renovation of the temple. On this day, I repaint the walls, repair the damage due to wear and tear and make improvements in the decorations. I fortify the boundary walls, and if there are chinks (there invariably are), I repair them so that nothing unwanted enters the temple. Then when I stand back and look at the freshly painted and newly decorated shrine, my heart fills with a new enthusiasm. Since the day comes duringthe monsoons, I ask for a shower from the heavens as a stamp of His approval. I bow in front of Baba and ask Him to bless me anew, so that I could unceasingly endeavour to



5:55:00 11 3 6 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11 50 11

78.78

Mamta Sharma

'When you are with Baba, ... (strange) things just -- happen!' declared one of Baba's young sevikas dramatically, during the course of a conversation. Rather too dramatically, I thought at the time, a mite cynical by force of habit. And as if to prove just how misplaced such synicism can be when it comes to anything concerning Baba, strange things did begin to happen. So strange, that even I, the inveterate cynic, felt defeated for want of an explanation.

It all began harmlessly enough.

Ever on the go (as anybody who lives in, and maneuvers distances in Delhi normally is), I was constantly marking time:

08.08 a.m. - kids off in their school bus, time for a Deer Park job.

10.10 a.m. - end of breakfast, off to work.

12.12 p.m. - an important call I was waiting for, comes through.

02.22 p.m. - kids back from school, call up wanting to tell all about it.

05.05 p.m. - heading back home.

07.07 p.m. - finish lighting the evening diva.

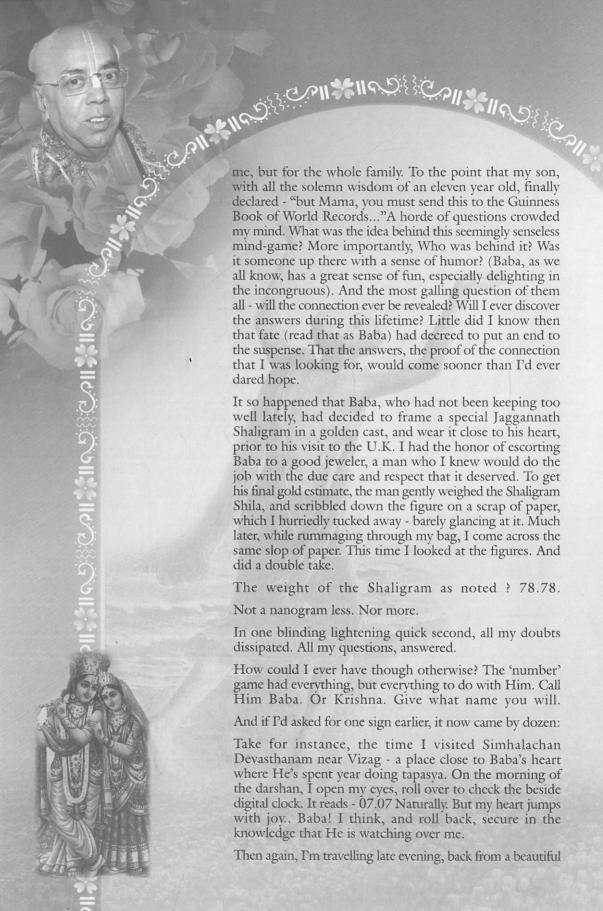
20.20 - the cook announces dinner is served.

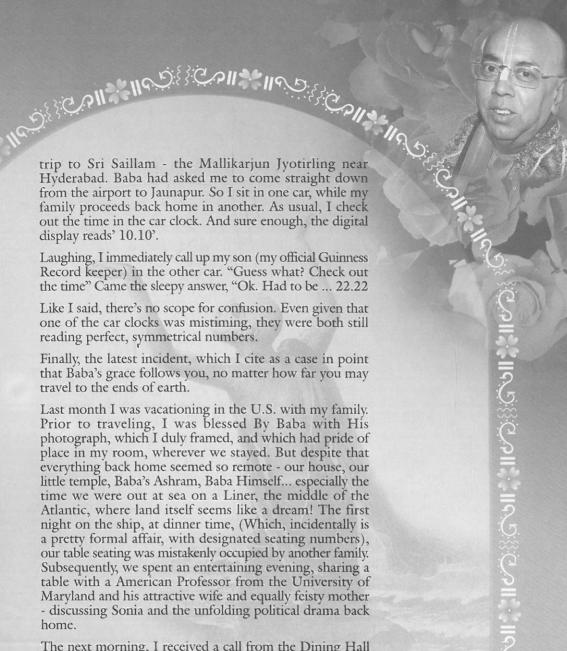
22.22 - pick up phone for a quick chat in a commercial break on a favourite show ...

You get the drift? It was never a normal time like, lets say, seven minutes to nine, or twenty eight mins past four. No. Every time I glanced at a watch - on wrist, in my phone, on the wall or table, - eight times out of ten, it would be this perfect, symmetrical number; 08.08...22.22....

So what did it all mean? If at all it meant somethings? And if so, then how did it all connect with Baba? (This last thought being my own, growing conviction.)

Or maybe it was all a matter of coincidence. Except that the 'coincidence' repeated itself, day after day, month after month.... It became so that the simple act of checking out the time became like a game of suspense. And not just for





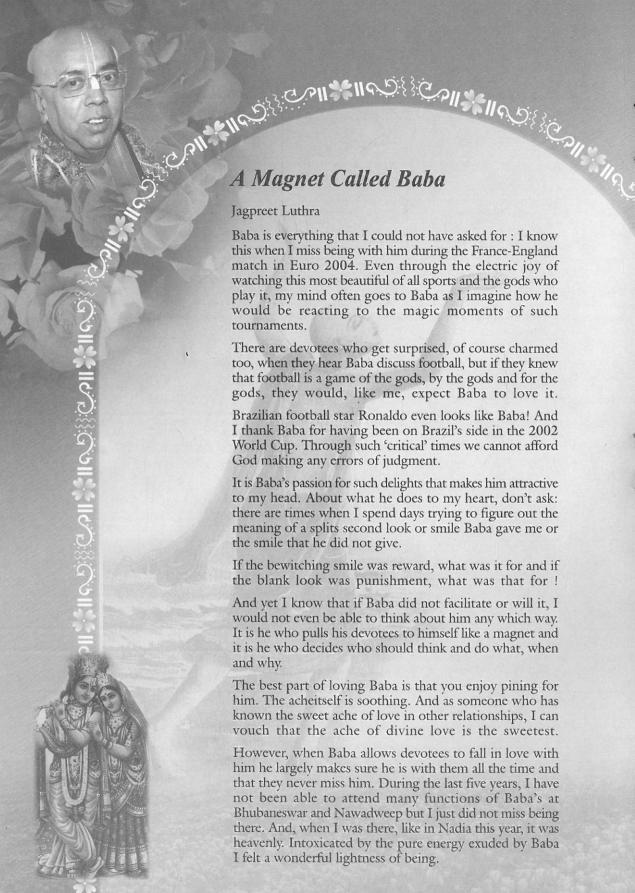
The next morning, I received a call from the Dining Hall Maitre de, profusely apologizing about the previous night's mix-up, who then went on to promise, 'Ma'm, rest assured that its all been organised now. You've been assigned table number 44 ('here goes', I thought), on Deck No 4, ('uhoh')... and your Head Attendant is - Krishna ...

Krishna will take care, ma'm..."

Doesn't He always?

And need I ever feel far away from Him... or Baba? Jai Sri Radhey! Jai Baba!





Baba is everything that I could not have asked for: I know this when I miss being with him during the France-England match in Euro 2004. Even through the electric joy of watching this most beautiful of all sports and the gods who play it, my mind often goes to Baba as I imagine how he would be reacting to the magic moments of such

There are devotees who get surprised, of course charmed too, when they hear Baba discuss football, but if they knew that football is a game of the gods, by the gods and for the gods, they would, like me, expect Baba to love it.

Brazilian football star Ronaldo even looks like Baba! And I thank Baba for having been on Brazil's side in the 2002 World Cup. Through such 'critical' times we cannot afford God making any errors of judgment.

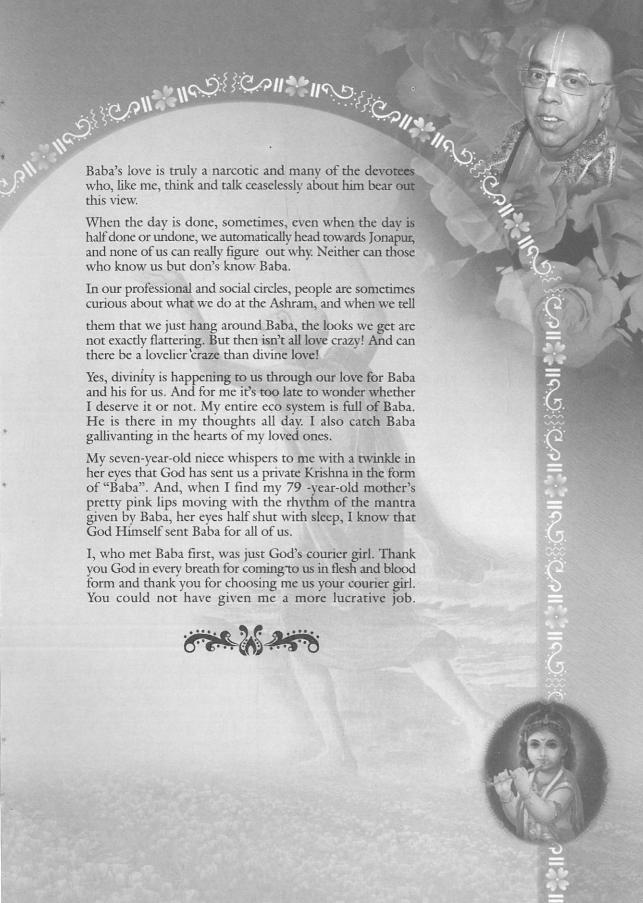
It is Baba's passion for such delights that makes him attractive to my head. About what he does to my heart, don't ask: there are times when I spend days trying to figure out the meaning of a splits second look or smile Baba gave me or the smile that he did not give.

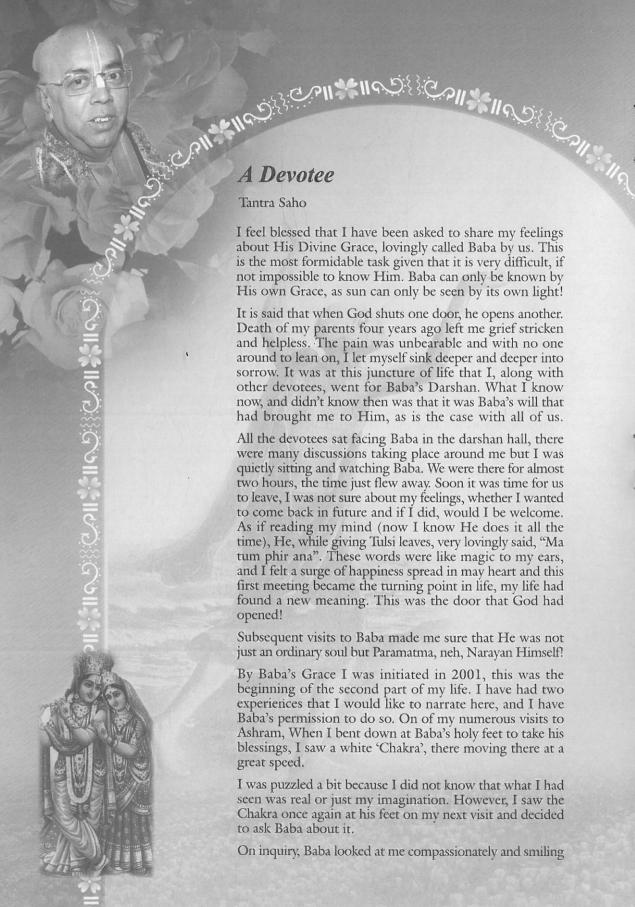
If the bewitching smile was reward, what was it for and if the blank look was punishment, what was that for !

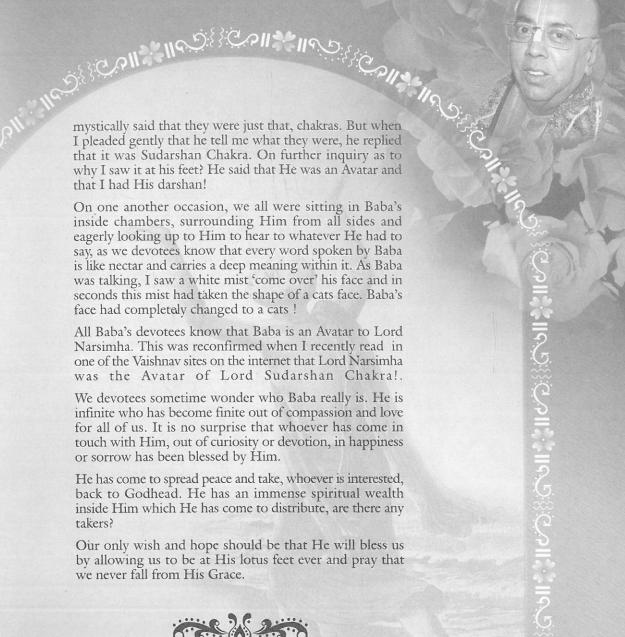
And yet I know that if Baba did not facilitate or will it, I would not even be able to think about him any which way. It is he who pulls his devotees to himself like a magnet and it is he who decides who should think and do what, when

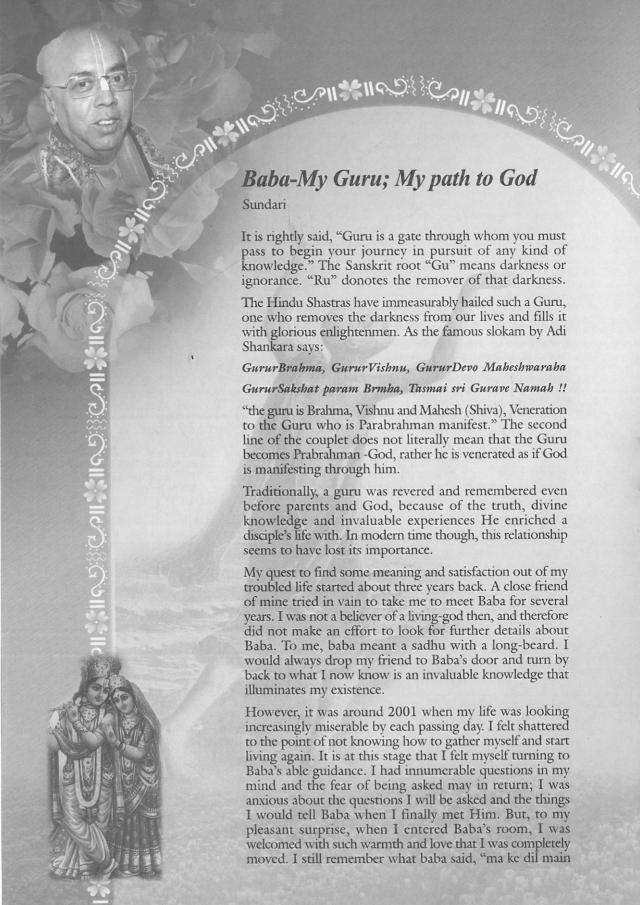
The best part of loving Baba is that you enjoy pining for him. The acheitself is soothing. And as someone who has known the sweet ache of love in other relationships, I can vouch that the ache of divine love is the sweetest.

However, when Baba allows devotees to fall in love with him he largely makes sure he is with them all the time and that they never miss him. During the last five years, I have not been able to attend many functions of Baba's at Bhubaneswar and Nawadweep but I just did not miss being there. And, when I was there, like in Nadia this year, it was heavenly. Intoxicated by the pure energy exuded by Baba I telt a wonderful lightness of being.









itna pyar hai ki duniya wale is pyar ko samajh nahin paye" ... and my tears rolled down from being so completely understood without having said a word.

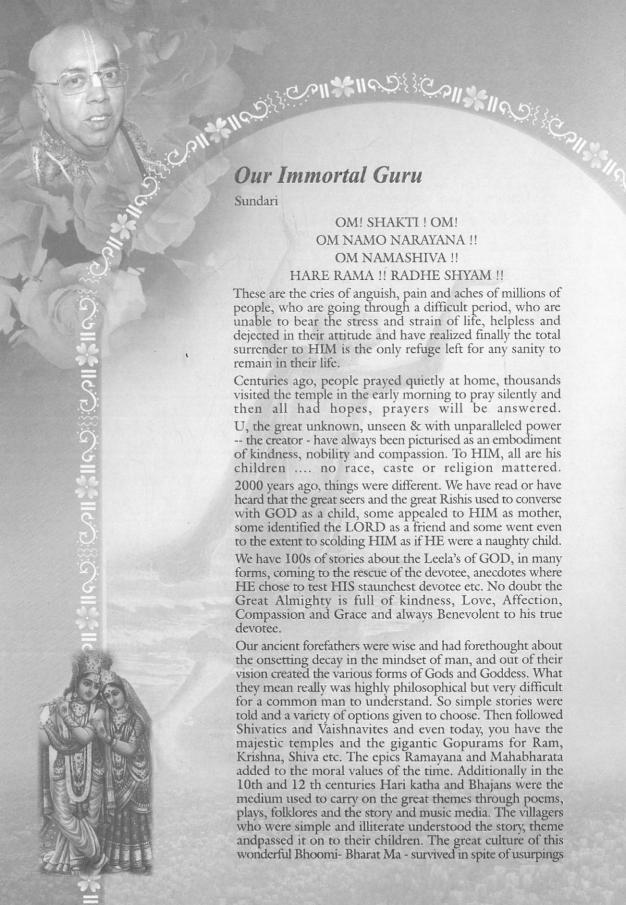
At last I felt so blessed when I got Diksha from Baba in April 2002; I felt it was the good I must have done in my Purvajanma (previous birth). The urge to get just a glimpse of Him increased everyday. Baba's encompassing smile, His divine patience and His unconditional love made me forget the deep pain, hurt and rejection I had gotten out of human relationships. All I could think of day and night was the radiance.. the ray of bright light emanating from the Divinity.

My meeting with Baba changed my attitude towards life completely. My fear that I suffered because my life was cursed changed to a satisfying feeling of being a blessed soul, which has had the fortune of finding divinity. I did not fear being along any longer because of His divine blessings and my thirst to conquer GODHEAD increased! His grace is so strong that I did not realize when I turned into a "Krishna-Premi" from a staunch shivaite, that I was since childhood.

In can go on and on about Baba, but it would have to suffice if I share just a few of the visions that I have had after coming in contact with His Divinity:

Once I was very disturbed and was listening to NAAM at home. For a second, I felt the presence of Baba giving solace as my tears rolled down. One day I woke up early morning with a dream of Baba as "Sri Krishna" in a beautifully decorated chariot and when I clarified with Baba, I was told that all the miseries in my life would end after that divya darshan. Then I saw that Lord Shiva and Baba merged into one, and I understood that my longstanding wish to get a Darshan of Lord Shiva had come true. I used to fast a lot and devotedly chanted "om namah shivay" all through my life and now my happiness knew no bounds on being blessed with the vision. Just four months back in my vision, Baba said that " I am vishnavi and you must worship me". Baba advised me to visit the Vaishnav Devi Shrine, as the vision probably was related to the fact that my desire to go to the shrine never got fulfilled.

I need not have Baba's visions to feel his presence. He is with me everywhere. He is a "Jagat Guru". I have no desire to visit any pilgrimages, as for me, where ever Baba resides is "Vaikuntha". I pray that I always have His grace and be under His lotus feet. My Gurunishtha should never fade away...



0.63 GUINE 1100 65 GUINE 1100

and dominations by various powers- Moslems, Portugese, Dutch and English.

Our great tradition, our strong beliefs, our intrinsic faith, in GOD continued to progress but diluted slowly and steadily by communications gaps, Sanskrit was once the Mother tongue or the spoken language for great scholars who believed in Guru-Shishya relationship to pass on all the spiritual tenets and wisdom, while some great thinkers utilized the palm leaves for imprinting their thoughts, experiences, commentaries on Vedas & Upanishads, their visions,, and finally their teachings. Many of these were lost and the Guru-Shishaya route, due to lack of same commitment and dedication to GOD, filtered and diluted many of the unfathomable teachings to a lower level.

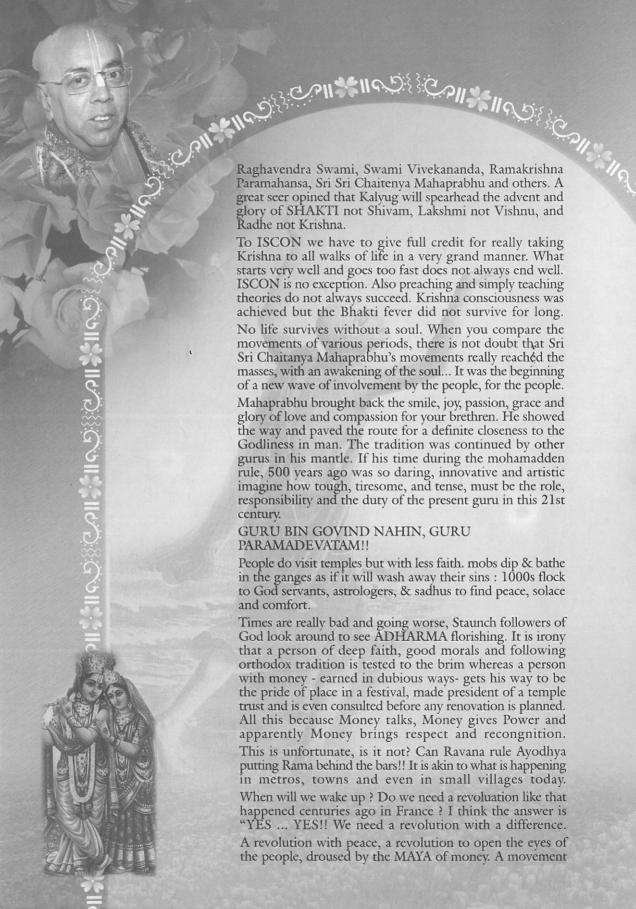
From time immemorial, people always looked for a Guru. though this "STHAN" of Guru is placed after that of Matha and Pitha it is placed before GOD!! Matha-Mother-Always enjoys rightly the first place which she richly deserves and the Pitha-Father-as the breadwinner of the family occupies the next position. For a child it is the parents who are the role model. Then when he attends school the teacher or Upadhaya takes over to give the knowledge and exposure to various sciences.

From Brahmachari to the Grahastha ashram the man takes a unknown girl as his wife to build his family. He enters the Samsara Sagara. It is then he needs the Guru to understand and appreciate his responsibilities. No doubt he must have already met a Guru, as a boy with his parents, and had some idea as to what the need was for a Guru. When he starts has own life, Guru becomes an important factor, like his family physician, pundit, priest etc... The following up of the guru and his principles are needed to guide him and help him to cross the currents of life.

Out of the seven stages one has to cross through in ones life, the 3 important and most difficult are the duties as a father, responsibilities as a grandfather and his decision to take Sanyas at the right time. For all this you need the constant benevolence of a Guru.

GOD is given a place at the end, not because He is least important but He is the GOAL to REACH at the end. HE is there always from beginning to end, from birth to demise, from time we do not know to the time we cannot know. But after the parents have nurtured you, the teacher has tutored you, the Guru guides you to the path of salvation, which is to at least realize, if not feel, the enormous power and the glory of the great unknown U.

This great land - BHARAT - has seen the birth of great masters, rishis, seers, heads of mutts and immortal souls such as Gautam Buddha, Shankracharya, Shirdi Baba,



0.83.00 | 19. 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00

to rejuvinate the energy of every person and this joint energy of the multitude to chant, sing, dance and ignite, to give a jolt to the dull headedness of the mundane life people are leading. To awaken them to realize how the power is within themselves...to make them relax, unwind their tension, throw away their inhibition and the bury the negative thinking they are engulfed in. The mood will wash away the morosenes, the tranquility will thrash away the vascillation, the ambiguity, the nervousness and the indecision and bring them into the fold of the cosmic power of Universal love and compassion for one and all.

To love others was not new, it was there always, but the materialistic clamour and the envy of looking at others, the creeper of greed growing up, the craving for money like drugs, all these pushed down those finer feelings. Man today lives more like a robot or an animal and his love, tenderness, pity, compassion have all disappeared as if it never existed.

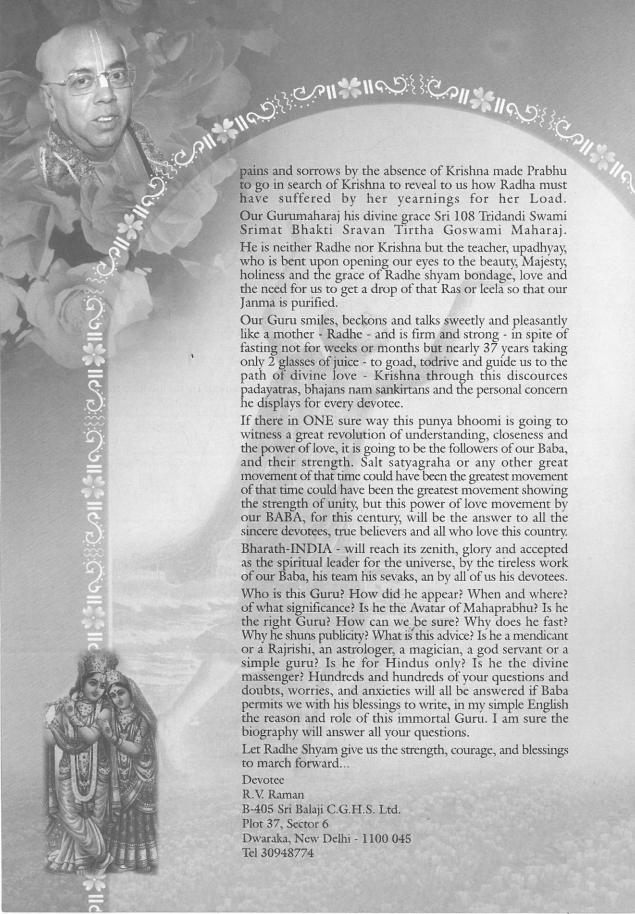
Kirtans and Bhajans are the only awakening calls to those finer feelings. Once these are brought up to the surface, you will only see a sea of smiling faces all around... people contented, people satisfied, people ready to help, people to feel for others, people eager to forget their pains and wants, people with the infection of pure lover clamouring more for the divine love.

Love thy neighbour... for your peace Love God... for expressing gratitude.

So how do we go about bringing this new look for revolution? Who will head this? Who will guide us? Where will it start? Where it will end? How it will end? To answer all these hundreds of questions we have only one simple answer.

OUR BABA..Yes Our Beloved Baba is THE chosen ONE to lead us all from our darkness to the light. His own lustre, his own THEJAS, his full involvement, his natural power, his instinct to protect, guide and help us, his role as the saviour, his boundless love and compassion for his disciples, his clarity of thought, his PERCEPTION, his yearning to help all helpless, his confidence in the success of this nonviolent route, his life as a role model, his sacrifices for us all, makes his the most ideal choice to lead us as our Guru. To his devotees He is Moses, Sankara, Ramanuja, or Mahaprabhu for this 21st century.

Mahaprabhu followed the path of the harmony of music and dance and his total involvement 500 years ago to awaken all Hindus and non Hindus, to taste, to feel and enjoy the power of free expression of one love for one and all. Mahaprabhu was the embodiment of Radha and her aches,



Free Dance Classes on Ten Sports in July



COPA AMERICA

Live & exclusive

Catch the hottest football teams in the world in action: Brazil, Argentina, Mexico, Columbia and more



With Best Compliments from

CABLE COMM SERVICES PVT. LTD.

APPRECIATED BY THOUSANDS OF USERS

✓ Leader 10.0

COMPLETE FINANCIAL ACCOUNTING MANAGEMENT SOFTWARE

An Exclusive Financial Accounting Management Software with complete excise and unique administrative features to improve the efficiency and reduce the management cost

Salient Features

- Complete book-keeping
- Receivable and payable with automatic interest calculations
- Cash flow /fund flow
- Customer definable Selling Price
- Credit control
- Stock/inventory management with FIFO-LIFO and Average method
- Reorder level
- Multiple cost centers
- Multiple companies
- Group consolidation
- Users definable security
- Data sharing
- Import of data from earlier versions till ver.6.3 of tally release 2.0
- Remote data management
- Bank reconciliation
- Automatic fit to page setting for prints
- Confirmation of accounts
- Excise Return ERI
- Sales tax reports
- Ageing analysis
- Multi-user network support

- Integrated ledgers
- Final statements as per I.T. & R.O.C
- Invoicing with invoice designer
- Purchase Order
- Budgetary control with comparative statements
- Stock valuation reports
- Bill of materials
- Multiple currency accounting
- Multiple accounting features for traders, manufactures with or withour excise
- · Query based reporting
- Import export of data via xml
- e-mail support
- Ratio analysis
- Cheque printing
- Voucher printing
- Complete Central excise duty management for Manufacturers & Traders
- Depreciation calculation as per income tax & ROC
- Exclusive printing of balance sheets with schedule and annexure

Optional:

- VAT/ Service Tax
- Support for Oracle or MS SQL server back end

In Just Rs. 2190/- In Lieu of Commercial Price of Rs. 16900/Offer Limited To Chartered Accountants Only



© Genesis Micro-Link Pvt. Ltd. All rights reserved

Marketed by Peripherals (India) Ltd. A-56, Naraina Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110028

Phone: 51410081 (4 Lines), Mobile -9811822886, E-mail: gmlink@vsnl.com, Website: www.peripheralsindia.com

Support Information: http://www.peripheralsindia.com/leader/support Product Updates: http://www.peripheralsindia.com/leader/downloads

With Best Compliments from

WEBEL TECHNOLOGY LIMITED

(An ISO 9001:2000 Company) (A Govt. of West Bengal Undertaking)

—We deal in—

Hardware, Software Development, Networking and other IT related activities

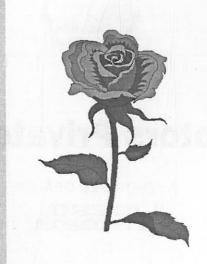
Block BP, Sector V, Salt Lake
Kolkata - 700 091
Phone # 2367-3403/06
Fax # 2367 9418
E-mail: wtl@vsnl.net

With

Best

Compliments

From



ORBIT TOWERS PVT. LTD.

With Best Compliments from



Malu Motors Private Limited

AUTHORISED DEALER



82, Park Street, Kolkata - 700 017, India

Phone: 2283 4137 / 38, Fax: 2283 4176

E-mail: mmpl_kolkata@yahoo.com

Work Shop at: 69C, Tiljala Road, Lohapool, Kolkata-700 046

Phone: 2285 1288

WITH BEST COMPLIMENTS FROM



A.D. ELECTRO-STEEL CO. PVT. LTD.

With Best Compliments from



Manufacturer of

Exercise Book, Answer Script, Office Stationary, Forms etc.

105 Central Plaza, 2/6 Sarat Bose Road Kolkata - 700 020

With Best Compliments From



SHIVA GROUP OF INDUSTRIES

——Manufacturers of ———

C.P.W. & Hydrochloric Acid

_ Dealers of _

Imported Stabilizers & Calciums

Head Office: 4490/11, Jai Mata Market, Tri Nagar, Delhi-110035 Ph: 27392246, 27394752, 51896165, 51896166, 30967877

Fax: 27395319

E-mail: shivagroup@shivagroupmail.com

Er. Shiv Kumar: 9810053580, 36666100 Amit Kumar: 9810054586, 36666200

Works

- Shivtek Industries, Katni (M.P)
- Shiva Exim Enterprises, Rajpura (Pb)
- Shivam Petro Products, Rajpura, (Pb)
- PGL Vskarm Chemicals, Alwar, (Raj)
- Pasupati Plasticizers & Chemicals, Malanpur, Gwalior (M.P)
- Ramtek Industries, Rajgarh (M.P)

With Best Compliments from



CALCUTTA SALES CORPORATION

6, Karbala Mohammed Street First Floor, Kolkata - 700 001 Phone: 2235 8143, 2234 2613, 2218 0554

With Best Compliments From

Bharat Yantra Nigam (BYN)

One of the most versatile and technically competent engineering groups catering to the core sector of Industries viz Petroleum, Petrochemicals, Fertilizers, Power, Steel, Railways, Space, Telecommunication etc.

BYN Group Companies

- Bharat Heavy Plate & Vessels Ltd, Vishakhapatnam
- Bridge & Roof Co (I) Ltd. Calcutta
- Triveni Structurals Ltd., Allahabad
- chapatnam Bharat Pumps & Compressors Ltd., Allahabad
 - Richardson & Cruddas (1972) Ltd., Mumbai
 - Tungabhadra Steel Products Ltd., Hospet



BHARAT YANTRA NIGAM LTD.

(A Govt. of India Undertaking)

15/1, Thornhill Road, Allahabad-211001

The One-source, multi resource engineering group

With

Best

Compliments

From



AKAI CONSUMER ELECTRONICS INDIA LIMITED

7, Camac Street, Azimgunj House, 4th Floor, Kolkata - 700 017

Tel: (033) 2282-0615 / 8031, Fax: (033) 2282-8031

E-mail: calsales@akaimail.com

With Best Compliments from





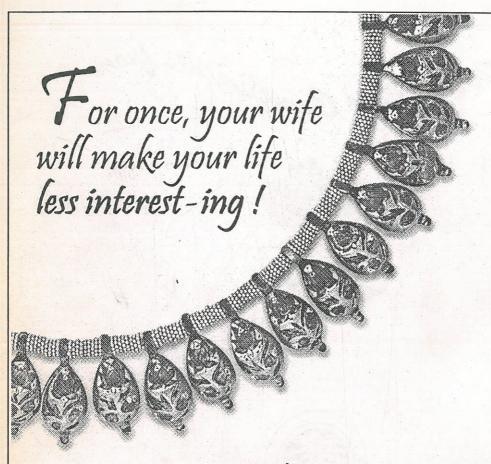
DISHERGARH POWER SUPPLY CO. LTD.

Centre for Excellence: Plot No. XI, 2 & 3, Block-EP

Sector-V, Salt Lake City, Kolkata - 700 091

Phone: (91) (33) 2357 4308 /4309 / 4310 / 3586

Telefax: (91) (33) 2357 3758



When you and your wife jointly takes a loan from UBI, the maximum loan limit increases, interest rate is reduced and the period of repayment is extended. Little wonder, your better half offers you better benefits. At UBI, we call it Unique Banking Ideas.

- United Personal Loan
 United Housing Loan
- · United Car Loan · United Consumer Loan

Unique Banking Ideas



United Bank of India

www.unitedbankofindia.com

GURU BRAMHA
GURU VISHNU
GURU DEVO
MAHESWARAHA
GURU SAKSATH
PARAR BRAMHA
THAS MAI SHREE
GURU VE NAMAHA



For details Contact

Network Dept., 48 NP Jawaharlal Nehru Road, Ekkattuthangal, Chennai - 600 097, Tamil Nadu.

Phone: 044-22321073, 22320443 Fax: 044-22313842, 22320448

Dir.: 044-52119612 Kolkata: 98310 25133

Seven Channels that define One Entertainment!

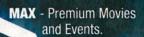


Sony Entertainment Television

Your favourite family Entertainment Channel.



AXN - The Hottest Action Shows on Television.



NDTV - Your favourite newscasters and analysts.



HBO - The World's No.1 English Movie Channel.



Animal Planet The Exciting World of Animals.

Discovery Channel - The Best Real-World Entertainment for your entire family.

The One Alliance













